

0000 000000000000 000000000000 00000000 000000 000000 000000 000000000000 00000000000000
 000 (00000000 000000) 000000 00000 00000 00000 000 (00000000 000000) 0000000000
 000000000000 00000 00000000 (000000000 0000000) 00000000 000000000000 00000000 (00000000 000000)-00 00

၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)၊ ၀၀၀၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)-၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)၊ ၀၀၀၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)-၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)၊ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)၊ ၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)-၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)၊ ၀၀၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)-၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)၊ ၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)-၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)၊ ၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)-၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)၊ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)၊ ၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)-၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)၊

මගේ මගේ මගේ මග, මගේ මගේ මගේ මගේමගේ මගේමගේ මගේමගේ මගේම (මගේමගේ මගේම) ම මගේ මගේමගේ මගේම (මගේමගේ මගේම) මගේම මගේමගේ මගේමගේම (මගේමගේ මගේම) මගේම මගේ (මගේමගේ මගේම), මගේම මගේමගේම (මගේමගේ මගේම) මගේ මගේම (මගේමගේ මගේම) මගේම මගේමගේම (මගේමගේ මගේම) මගේමගේම (මගේමගේ මගේම)-ම මගේ මගේමගේම (මගේමගේ මගේම), මගේම මගේ (මගේමගේ මගේම) ම මගේ මගේ මගේමගේ මගේමගේම මගේමගේම (මගේමගේමගේම මගේම මගේ මගේමගේම)

মানবজাতির শুরু থেকে নবীদের ধারাবাহিকতা

আল্লাহ তাআলার পাঠানো পথপ্রদর্শক, সত্যের দাওয়াতের বাহক

১ মানবজাতির শুরু – আদম (আ.)



আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন এবং তিনি হলেন প্রথম নবী ও প্রথম মানুষ। তাঁর থেকেই মানুষের জীবন শুরু।

২ মানুষ ছিল এক উম্মত

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾

“মানুষ ছিল এক উম্মত বা এক দলভুক্ত।”
– সূরা আল-বাকরার, ২:২১৩



আদম (আ.) থেকে নূহ (আ.) পর্যন্ত মানবজাতি একই আদর্শ ও একই দাওয়াতের অনুসারী ছিল।

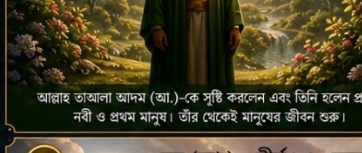
৩ নবীদের ধারাবাহিকতা



আদম (আ.) নূহ (আ.) ইব্রাহিম (আ.) মুসা (আ.) ঈসা (আ.) মুহাম্মদ (সা.)

আদম (আ.) থেকে শুরু করে মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ২৯ জন নবী ও রাসুল পাঠিয়েছেন মানুষের হেদায়াতের জন্য।

৪ নূহ (আ.) – দীর্ঘ ৯৫০ বছরের দাওয়াত



নূহ (আ.) তাঁর জাতির কাছে ৯৫০ বছর দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি বলেন, “আল্লাহ এক, তাঁর ইবাদাত করো।” কিন্তু তারা তাঁর কথা মানেনি, তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে, উপহাস করেছে।

فَلَيْكُ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خُمْسِينَ عَامًا

“অতপর তিনি (নূহ) তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন এক হাজার বছরের চেয়ে পঞ্চাশ বছর কম।” – সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:১৪

৫ সতর্কবার্তা ও আগামীর ইঙ্গিত



আল্লাস নূহ (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন, তাঁর জাতির আর কেউ ইমান আনবে না। তখন নূহ (আ.) তাঁর জাতির জন্য দোয়া করলেন। শীঘ্রই আল্লাহর গজব আসবে...

إِنْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَجْرًا كَفَّارًا

“আপনি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখেন, তবে তারা আপনার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে এবং তারা কেবল পাপাচারী ও কাফের সন্তানই জন্ম দেবে।” – সূরা নূহ, ৭১:২৬-২৭

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী পাঠিয়েছেন শুধু একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে – মানুষকে সত্যের পথে ডাকা এবং তাঁকে একমাত্র উপাস্য মানতে শিক্ষা দেয়া।

“আর আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী পাঠিয়েছি (এই বলে যে), আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে বিরত থাক।” – সূরা নাহল, ১৬:৩৬

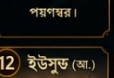
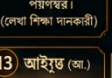
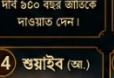
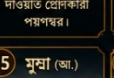
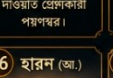
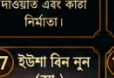
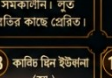
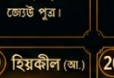
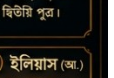
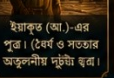
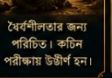
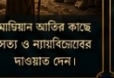
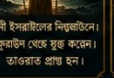
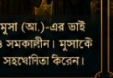
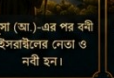
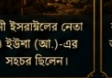
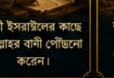
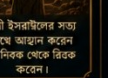
[illegible]

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ :

0. 000 (00000000 000000) - 000000 000 0 000000 0000000 0. 000 (00000000 000000) - 00000000 000000000 0. 0000000 (00000000 000000) - 000000 0000000000 0. 000 (00000000 000000) - 0000000 0000000000 0. 000 (00000000 000000) 0. 000000

পয়গম্বরদের ধারাবাহিকতা

আল্লাহ তাআলার প্রেরিত ২৯ জন নবী ও রাসূল (আলাইহিসুস সালাম)

1 আদম (আ.)  প্রথম নবী ও প্রথম মানুষ।	2 শীছ (আ.)  দ্বিতীয় পয়গম্বর।	3 ইব্রাস (আ.)  তৃতীয় পয়গম্বর। (সেবা শিক্ষা দানকারী)	4 নূহ (আ.)  চতুর্থ পয়গম্বর। দীর্ঘ ৯৫০ বছর জাতিকে দাওয়াত দেন।	5 হুত (আ.)  আদম জাতির কাছে দাওয়াত প্রেরণকারী পয়গম্বর।	6 সালেহ (আ.)  আদম জাতির কাছে দাওয়াত প্রেরণকারী পয়গম্বর।	7 ইব্রাহিম (আ.)  বলীলুগাং। তাওহীদের দাওয়াত এবং কাভা নির্মাতা।	8 লুত (আ.)  ইব্রাহিম (আ.)-এর সৎকানীন। লুত জাতির কাছে প্রেরিত।	9 ইসমাইল (আ.)  ইব্রাহিম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র।	10 ইসহাক (আ.)  ইব্রাহিম (আ.)-এর দ্বিতীয় পুত্র।
11 ইয়াকুব (আ.)  ইসহাক (আ.)-এর পুত্র। (যেহ ও সন্তানরা অতুলনীয় দুইটি বৃহৎ)	12 ইউসুফ (আ.)  ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র। (যেহ ও সন্তানরা অতুলনীয় দুইটি বৃহৎ)	13 আহ্মুদ (আ.)  ধৈর্যশীলতার জন্য পরিচিত। কলিন অকুলনীয় দুইটি বৃহৎ।	14 শুয়াইব (আ.)  মাতিমান আতির কাছে সত্য ও ন্যায়বিচারের দাওয়াত দেন।	15 মুশা (আ.)  বনী ইসরাইলের নিকৃষ্টজন। ফেরাটন থেকে যুক্ত করেন। তাওরাত প্রাপ্ত হন।	16 হারন (আ.)  মুসা (আ.)-এর ভাই ও সৎকানীন। মুসা-কে সহযোগিতা করেন।	17 ইউশা বিন নূন (আ.)  মুসা (আ.)-এর পর বনী ইসরাইলের নেতা ও নবী হন।	18 কানিন দিল ইউনুস (আ.)  বনী ইসরাইলের নেতা ও ইয়ুসুফ (আ.)-এর সহচর ছিলেন।	19 হিয়াকীল (আ.)  বনী ইসরাইলের কাছে আল্লাহর বনী পৌত্তল্য করেন।	20 ইলিয়াস (আ.)  বনী ইসরাইলের সত্য পথে আহ্বান করেন ও নিকট থেকে রিকত করেন।
21 আল-ইয়াক্ব (আ.)  সন্তানের দাওয়াত প্রচারকারী নবী।	22 শামুয়েল (আ.)  বনী ইসরাইলের নবী ও তির্যক ছিলেন।	23 দাউদ (আ.)  আল্লাহ প্রাপ্ত হন। ন্যায়বিচার রাজা ও মহান নবী।	24 সুলাইমান (আ.)  সুবিমান রাজা। সুদানাবল্য মুরগি ও অনেক দিগালির ভার সাথে ছিল।	25 ইউনুস (আ.)  মাছের পেটে নিমিত্ত হয়ে আল্লাহর রহমতের পরিত্রাণ পান।	26 জারিয়া (আ.)  তাওহীদের দাওয়াত প্রচারকারী নবী।	27 ইয়াহিয়া (আ.)  জারির বই, ইরাম ও তাকওয়ায় জন্য পরিচিত।	28 জৈসা (আ.)  জলৌকিকতাকে জাহান্নাম করা নবী। ইব্রাহিম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।	29 মুহাম্মদ (সা.)  সর্বশেষ নবী ও রাসূল। কুরআন প্রাপ্ত হয়ে সম্পূর্ণ মানবজাতির জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।	



তাওহীদের প্রতিটি:
এক আল্লাহর ইবাদতে বিশ্বাস



সত্য ও ন্যায়:
ন্যায়, সত্য ও গীর্ণি পথ অনুসরণ



ইবাদত ও তাকওয়া:
আল্লাহর উপদ্রব্য ও গীর্ণি নির্দেশ মানা



ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা:
পল্লীকায় ধৈর্য কাবান এবং শুকরিয়া আদার



শান্তি ও মানবতা:
সব মানুষের প্রতি চ্যা ও কল্যানের ভারী

"আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি সত্যক মানুষের জন্য রহমত হিসেবে।"
- (সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭)

□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□, □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْمَكِيدَةِ (سورة النجم: ١٠-١٢) فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ١٤) فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ١٥)

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ١٥)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

فَقُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُتُبُ (سورة النجم: ٢٨) فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٢٩)

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٢٩) فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٠) فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣١)

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣١) فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٢)

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٢)

فَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٣) فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٤)

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٤) فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٥)

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٥)

أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٦) فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٧)

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٧) فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٨) فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٩)

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٣٩)

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا * إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُطْغُوا عِيَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاغِرًا كَفَّارًا

فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٤٠) فَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَكْفُرْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (سورة النجم: ٤١)

000000000 0000 000 0000 0000 000000000 0 00000 0000000 0000 000000"
 (0000 000, 00:00-00)

[illegible][illegible]

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ :

...رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

0000000: "00 0000000 0000000000, 000000 0000 0000 000000 0000 0000 000000
 0000000 0000, 0000 000000 0000 000000 0000000000 000 000000..." (0000 00-
 000000000, 0:0000)

በመጨረሻ ላይ በሚገኝ ስልጣን ለሚቀርብ የሚገባውን ሰነድ ለማረጋገጥ ማስቀመጥ ይገባል፡፡

0000 (00000000 00000000)-00 00000000 00 0000 (0000000000 00 0000) 00 000000
 00000000 00000000000000 00000000 000000 00, 0000 (0000000000 00000000)-00 00 00000000
 000000 00 000000 000000 000000 00 0000000000 000000 0000 0000 000000000000 00 000000 0000,
 000000 000000 00000000 000000 0000000000 00000000 0000 0000 (0000000000 00000000)-00
 00000000 0000 000000 00000000 000000 000000 000000, 0000000000000000000000

මමගේ මමගේ මම (මමගේම මමගේ)-ම මම මම (මම මමගේම මම ම ම මම
මමගේ) මමගේ මමගේමමම මම මමම ම මම ම ම මමමම ම, මම මමම
මම මමම මම මම මමම (මමම මමගේම මම මම), ම මම මම මම ම
මම මම මම මමම මම මම මම මමමම මමමම මමම!

[illegible]

0000 (00000000 000000)-00 0000 000 000000 000 00 (00 000000 000000) 00000000
000000, 00 00000000 0000 000 00000000 000000000000, 00 000000000000 00000000 000
000000 000000 000 000 000 0000000000 000000000000 000000000000 0000 00 000000000000
0000 0000000000 000000 0000 0000 00 0000 000000 000000 000000 00000 0000 0000 0000 0000

በጣም ጣም (በጣምጣም በጣምጣም)-በጣም ጣምጣምጣምጣም ጣምጣምጣም ጣምጣም ጣም ጣም ጣምጣም ጣምጣምጣም ጣምጣም ጣም ጣም ጣምጣም ጣምጣም ጣምጣም ጣምጣም ጣምጣም ጣምጣምጣም (በጣም ጣምጣምጣም ጣምጣም ጣም ጣም ጣምጣም ጣምጣም ጣምጣም ጣምጣም ጣምጣም ጣምጣምጣም, ጣም ጣምጣም ጣም ጣም ጣምጣም ጣምጣምጣም ጣምጣምጣም)።

ইতিহাসের প্রথম আজাবের কাহিনি


ইতিহাসের শিক্ষা
 এটা'ই ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম আজ্ঞাব। আমাদের জন্য
 এতে রয়েছে গভীর শিক্ষা ও সতর্কবার্তা।

၀၀၀ (ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာ) - ၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀: ၀၀၀, ၀၀၀, ၀၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀. ၀၀၀: ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀, ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀—၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ '၀၀၀' ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀. ၀၀၀: ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀. ၀၀၀၀၀၀: ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀-၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀. ၀၀၀၀၀: ၀၀

[illegible]

নূহ (আ.)-এর নৌকা জুদী পাহাড়ে এসে থামলো

নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকাটি টানা ৬ মাস পানিতে ভাসতে থাকে। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে পানি কমতে থাকে এবং নৌকাটি জুদী (Judi) পাহাড়ে এসে থামে।

পবিত্র কুরআনের দলিল (জুদী পাহাড়):

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ...
وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ

অনুবাদ: “বলা হলো—হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেলো... অতঃপর নৌকাটি জুদী পাহাড়ের ওপর স্থির হলো।”

(সূরা হুদ, ১১:৪৪)

নূহ (আ.)-এর চার পুত্র

১ সাম

দেখিটিক জাতির পূর্বপুরুষ। বর্তমান ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলমানরা সবাই এই সামের বংশধর।

২ বাম

পৃথিবীর কৃষ্ণাঙ্গ বা কালো মানুষের পূর্বপুরুষ।

৩ ইয়াফিস

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ।

৪ কানআন

সে ইমান না আনায় বন্যায় ডুবে মারা গিয়েছিল।

কাবা ঘর নির্মাণে যে ৫ পাহাড়ের পাথর ব্যবহার করা হয়েছে



১ লেবানন পাহাড় (জাবালে লুটনান)



২ তুর পাহাড় (জাবালে তুর)



৩ জুদী পাহাড় (জাবালে জুদী)



৪ হরা / যীভা পাহাড় (জাবালে হেরা/খায়র)



৫ আবু কুরাইস পাহাড় (জাবালে আবু কুবাইস)

নৌকার ভ্রমণ পথ



আরাদ দেশ (মকা অঞ্চল)

লোহিত সাগর (জের্দা)

সিদিয়া

ইরাক (ফোরর ও দজলা নদীর মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়া/ব্যাবিলন)

ভূরস্কের জুদী (Judi) পাহাড়

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

- বন্যা স্থায়ী ছিল ৬ মাস।
- পানি কমার পর নৌকা জুদী পাহাড়ে থামে।
- আল্লাহর রহমতে নূহ (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা রক্ষা পান এবং পৃথিবীতে নতুন জীবনের সূচনা হয়।

নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকাটি টানা ৬ মাস পানিতে ভাসতে থাকে। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে পানি কমতে থাকে এবং নৌকাটি জুদী (Judi) পাহাড়ে এসে থামে।

নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকাটি টানা ৬ মাস পানিতে ভাসতে থাকে। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে পানি কমতে থাকে এবং নৌকাটি জুদী (Judi) পাহাড়ে এসে থামে।

নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকাটি টানা ৬ মাস পানিতে ভাসতে থাকে। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে পানি কমতে থাকে এবং নৌকাটি জুদী (Judi) পাহাড়ে এসে থামে।

০০০০০০ ০০০০০০০ ০০০০০ ০০০০০০০০ ০০০০০০০ ০০—০০০০ ০০০০০০ ০০০০০০ ০০০০০
 ০০০০০ ০০০০ ০০০০ ০০০০০০০০০০০০!

000000 00000 00000 00 000000 0000000? 00000 000000000 000000 00000, 000000,
 0000000000—0000 00000 000000000 000000 00 00000 00000 00000 000000 00000 0000
 00000

[illegible][illegible][illegible]

00000000 (0.)-00 00000000 (000 0000000 0000 00000000 000 000 0000):
 000000000 0000 000, 000000 000000 000 000000 (000 0000000 0000 000 000000),
 00000000 000000 000 000000 (00 00000), 00000000 000000 000 0000 (000 0000000
 0000 000 000000), 000000 000000 000 0000, 0000 000000 000 000000 (000000),
 00000000 000000 000 000000000 (0000000000), 0000000000000 000000 000 0000 (00
 0000000), 0000000 000000 000 000, 000000 000000 000 000 000000000 0000000

[illegible]

নূহ (আ.) থেকে ইব্রাহিম (আ.)- কাবা, এক জাতির পিতা এবং বংশধারা

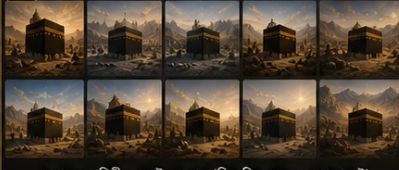
ইতিহাসের ধারাবাহিক ঘটনা (ভিজুয়াল বোর্ড)

1 ইব্রাহিম ও ইসমাইল (আ.) কাবা নির্মাণ করছেন



ফেরেশতাদের সাহায্যতায় এবং ইব্রাহিম ও ইসমাইল (আ.)-এর হাত ধরে বিভিন্ন অঙ্কল থেকে আনা পাথর দিয়ে কাবা ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

2 পৃথিবীতে কাবা ঘরের নির্মাণ/সংস্কার - মোট ১০ বার



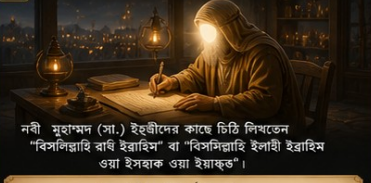
কাবা ঘর পৃথিবীতে মোট ১০ বার (ভিন্ন ভিন্ন সলয়ে ও প্রেক্ষাপটে) নির্মাণ বা সংস্কার করা হয়েছে।

3 ইব্রাহিম (আ.) - তিন ধর্মের জাতির পিতা



ইব্রাহিম (আ.) মুসলমান, ইহুদী ও খ্রিস্টান - সকলেরই জাতির পিতা ও আধ্যাতিক পূর্বপুরুষ।

4 নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং ইহুদীদের প্রতি চিঠি



নবী মুহাম্মদ (সা.) ইহুদীদের কাছে চিঠি লিখতেন "বিসলিলাহি রাধি ইব্রাহিম" বা "বিসলিলাহি ইলাহী ইব্রাহিম ওয়া ইসহাক ওয়া ইয়াকুব"।

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّي إِبْرَاهِيمَ
أَوْ
بِسْمِ اللَّهِ إِلَهِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
যাতে তারা বোঝে ইব্রাহিম (আ.) আমাদের সকলেরই জাতির পিতা।

5 আমরা সবাই সেমিটিক (সিমিটিক) জাতি



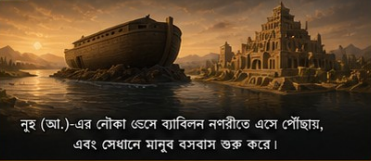
আমরা, ইহুদী ও খ্রিস্টান - সবাই সেমিটিক (সিমিটিক) জাতি, একই মূলের সন্তান।

6 নূহ (আ.) পরবর্তী কয়েকজন নবী



নূহ (আ.)-এর পরবর্তী নবীগণ: হুদ (আ.), সালেদ (আ.), ইউনুস (আ.) (ইউনুস (আ.)-এর বংশজালিকা নির্ণয় কঠিন, অতীত থেকে আসে স্বপ্নন করেন)।

7 নূহ (আ.)-এর নৌকা ব্যাবিলনে আসে



নূহ (আ.)-এর নৌকা ভেসে ব্যাবিলন নগরীতে এসে পৌঁছায়, এবং সেখানে মানুষ বসবাস শুরু করে।

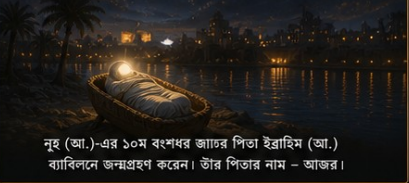
8 মকা তখন বিরাট - কাবা নেই



হাজারে আসওয়াব আর হুকাইস পাহাড়ের রক্ষিত

কাবা ঘর আব্রাহাম তাআলা আসমানে তুলে নিয়েছেন

9 ব্যাবিলনে নূহ (আ.)-এর ১০ম বংশধরের জন্ম - ইব্রাহিম (আ.)



নূহ (আ.)-এর ১০ম বংশধর জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ.) ব্যাবিলনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম - আজর।

10 ইব্রাহিম (আ.)-এর বংশধারা (১০টি প্রজন্ম/পুরুষ)



এই ১০ প্রজন্ম/পুরুষের ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন।

11 নমরদের স্বপ্ন



নমরদের স্বপ্ন দেখল - এক উজ্জ্বল তারা উদয় হয়েছে, যার আলো সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করেছে।

12 চারজন সম্রাটের যুগ



তখন পৃথিবী শাসন করত চারজন সম্রাট - দুইজন মুসলিম, দুইজন কাফের।

এই ১০ প্রজন্ম/পুরুষের ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন।

নূহ (আ.)-এর ১০ম বংশধর জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ.) ব্যাবিলনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম - আজর।

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

၀၀၀၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀) ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀
 ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀, “၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀?” ၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀, “၀၀၀၀, ၀၀ ၀၀၀၀
 ၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀, ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀”
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ (၀.) ၀၀၀၀၀, “၀၀, ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀?” ၀၀ ၀၀၀၀၀, “၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀
 ၀၀၀၀ ၀၀၀, ၀၀-၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀, ၀၀-၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀” ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ (၀.) ၀၀၀၀
 ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀, “၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀?” ၀၀ ၀၀၀၀၀, “၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀”
 ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ (၀.) ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀, “၀၀, ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀?”

[illegible]

ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্ম বৃত্তান্ত – নমরুদ, আজর ও উমাইয়ার ঘটনা

১

বাবিলন ও রাজা নমরুদ

ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্মের সময় বাবিলনের রাজা ছিল নমরুদ, সে সমগ্র পৃথিবীর বানশা ছিল।

২

চারজন শাসক

দুইজন মুসলমান শাসক

দুইজন কাদেশের শাসক

তুলাককাই (আ.)

সুলহিযান (আ.)

বখায়ে রাসের

নমরুদ

সমগ্র পৃথিবী তখন শাসন করছিলেন চারজন শাসক— দুইজন মুসলমান এবং দুইজন কাদেশের।

৩

নমরুদের স্বপ্ন

নমরুদ স্বপ্ন দেখে—পূর্ব আকাশে এক উজ্জ্বল তারা উদিত হলো, যার আলো ভাষায় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো।

৪

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

স্বপ্নবিদরা বলল—আপনার সাদ্যাজ্ঞে এমন এক শিশুর জন্ম হবে, যে আপনার রাজ্য ধ্বংস করবে এবং তার মতবাদ বিশেষে ছড়াবে।

৫

নমরুদের আদেশ

নমরুদ আদেশ দিল—কোনো নারী-পুরুষ একাতিত হতে পারবে না। সেনা-পুলিশ মোতাযন করা হলো।

৬

আজরকে দায়িত্ব দেওয়া

নমরুদ তার বিশ্বস্ত পুরোহিত আজরকে পাঠালেন রাজ্যে, যাখা ও রসদের ব্যবস্থা আনতে।

৭

আজর ও উমাইয়ার মিলন

বাতিতে এসে আজর ও তার স্ত্রী উমাইয়া মিলিত হলেন। এইভাবে ইব্রাহিম (আ.) মাতৃগর্ভে আশ্রয়ন করলেন।

৮

গৃহায় জন্ম

উমাইয়া এককী এক গৃহায় গিয়ে চাঁদের মতো এক পুর সন্তান প্রসন্ন করলেন।

৯

গোপন পালন-পালন

আল্লাহ তাঁর আজুয থেকেই দুধ ও মধুর ব্যবস্থা করেন। এভাবে ছয় মাস তিনি পালন-পালন করলেন।

১০

ইব্রাহিম (আ.)-কে দেখা

ছয় মাস পর আজরকে গৃহায় নিয়ে এসে ইব্রাহিম (আ.)-কে দেখালেন; তিনি এত বড় সে দেখে মনে হয় দুই বছরের শিশু!

১১

ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রশ্ন

মা, আমার রব কে?

ইব্রাহিম (আ.) ছোটবেলা থেকেই তিস্তাশীল ছিলেন। তিনি মাকে জিজ্ঞেস করলেন—“রব কে?”

১২

আল্লাহর কুর'বায়ত

একটির মতুবা অন্যটির জীবন

পুটি মাছ শোল মাছ বোয়াল মাছ

এই হায়াত ও মুউতর খারা—এটাই আল্লাহর কুর'বায়ত, সূন্নির ভারসাম্য রক্ষার নিখুঁত সিস্টেম।

සමස්ත ප්‍රතිපත්ති (ප්‍රතිපත්ති පිටපත්) සමස්ත ප්‍රතිපත්ති පිටපත් පිටපත් පිටපත් පිටපත්, පිටපත් පිටපත්, පිටපත් පිටපත් පිට පිටපත්පිටපත් පිටපත් පිට—පිට පිටපත් පිට පිටපත් පිට, පිට පිටපත් පිට පිට පිටපත් පිට පිටපත් පිටපත්පිටපත් පිටපත් පිටපත් පිටපත් පිටපත් පිටපත් පිටපත් පිටපත් පිටපත් පිටපත් පිටපත්:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي... فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ

الآفِلُ: الْغَائِبُ. قَالَ: «لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي... فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ» (سُورَةُ الْفُرْقَانِ: ٢٥-٢٦)

אֱלֹהֵינוּ מְבַרְכֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ
מִכָּל הַיְּמֵינוּ 7 מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ
מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ

אֱלֹהֵינוּ מְבַרְכֵינוּ (מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ) מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ
מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ
מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ

إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَائِفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
אֱלֹהֵינוּ: “אֱלֹהֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ
מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ
(מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ, מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ)

אֱלֹהֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ (מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ)
מִכָּל הַיְּמֵינוּ, מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ
אֱלֹהֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ: מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ; מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ
מִכָּל הַיְּמֵינוּ (מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ; מִכָּל הַיְּמֵינוּ מִכָּל הַיְּמֵינוּ
מִכָּל הַיְּמֵינוּ ‘מִכָּל הַיְּמֵינוּ’—מִכָּל הַיְּמֵינוּ, מִכָּל הַיְּמֵינוּ)

হযরত নূহ (আ.) থেকে ইব্রাহিম (আ.) পর্যন্ত মানব ইতিহাস

বন্যা, বংশধারা ও তাওহীদের সূচনা

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ
أَرْشَهِ نَوحًا
فَنُوحٌ يَدْعُ بِكُلِّ ذِي حَيَاةٍ
(সূরা হূদ ১১:৪৪)



হযরত নূহ (আ.)-এর চার পুত্র				ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্মের অলৌকিক ঘটনা					
সাম (Shem)	হাম (Ham)	ইয়াকুব (Jacob)	কেনান (Kenan)	১	২	৩	৪	৫	৬
সেমিটিক জাতি (আমরা শামের বংশধর)	হামের বংশধর	ইয়াকুবের বংশধর	কেনান বন্যার ভূবে মারা গেছে।	নমরুদের স্বপ্ন	অত্যাচারী আদেল	পুত্রের জন্ম	অলৌকিকভাবে রক্ষা	দ্রুত বৃদ্ধি	তাওহীদের সূচনা
সেমিটিক জাতি (আমরা শামের বংশধর)	হামের বংশধর	ইয়াকুবের বংশধর	কেনান বন্যার ভূবে মারা গেছে।	নমরুদের স্বপ্ন	অত্যাচারী আদেল	পুত্রের জন্ম	অলৌকিকভাবে রক্ষা	দ্রুত বৃদ্ধি	তাওহীদের সূচনা
মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান	পৃথিবীর কালো মানুষ	ইয়াকুব মাদুজ (এই বংশধর)	কেনানের কোন বংশধর নেই।	বাবিলনের রাজা নমরুকে স্বপ্ন দেখে— এই স্বপ্ন এমন বড়োয়ার শক্তির জন্ম হবে যার হাতে তার সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে।	নমরুকে আদেশ দিল, নারী-পুত্র একত্রিত হবে না। সবাইকে আলাদা রাখা হলো।	উমাইয়া (হা) পোপের জন্মের পিঠে পুত্রের ভিতরে পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন।	শিশুটি আত্মল মূর্খে বেঁচে আছে। মা যাকে দুধ পান করিয়ে আবার পুত্রের দেখে যায়।	ছয় মাসে শিশুটি এত বড় হলো যে দুধের পিঠের মতো দেখা যায়।	ইব্রাহিম (আ.) ছোট বেলতেই তার রব কে চিনতে আগ্রহী হন।

নমরুদ ও আজরের ঘটনা (সংক্ষেপে ধারাবাহিক)							
১ নমরুদ ধর্মীয় নেতা আজরকে রেনন আনতে বাড়ি পাঠায়।	২ আজর বাড়ি গিয়ে স্ত্রী উমাইয়ার সাথে লেমিল করলে ইব্রাহিম (আ.) পর্তে আসে।	৩ কেনন শেষ, খাবার খুঁজিয়ে গেছে। সব গুঁড়িয়ে নিয়ে আসে।	৪ বছর শেষ নমরুদ ঘিরে আসে। বিশপ কেটে যাওয়ায় সবাইকে একত্রিত হতে দেয়।	৫ উমাইয়া পুত্রের পিঠে শিশুকে দুধ পান করায় ও লালন-পালন করে পুনরায় আসে।	৬ পরবর্তীতে পিঠে দেখে— শিশুটি ভালো আছে, কেনন চিন্তা-ভাবনা নাই।	৭ ছয় মাস পরে আজরকে সব দেখানোর—এটি তোমার ছেলো।	৮ আজর প্রথমে শেষ দিতে চাইল ও পরে সন্তানকে ভালবাসে।

ইব্রাহিম (আ.)-এর চিন্তা ও তাওহীদের সূচনা	রব কে?	কুরআনের নির্দেশনা
- তিনি সূর্য, চন্দ্র, তারা, পাহাড়, আকাশ—সবকিছু পর্যবেক্ষণ করলেন। - তিনি উপলব্ধি করলেন: إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ অর্থ: "আমি আমার মুখ ফিরিয়েছি সেই আল্লাহর দিকে, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, একনিষ্ঠতারে, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (সূরা আল-আন'পাম ৬:৭৯)	আল্লাহই প্রকৃত পালনকর্তা আল্লাহ এমন একটি সিঁটের সৃষ্টি করেছেন— কোনো প্রাণী মারা গেলে পৃথিবীতে জন্মাল সৃষ্টি হয় না, বরং অন্য প্রাণীর জীবনের কারণ হয়। পুটি মাছ → শোল মাছ → বোয়াল মাছ খায় → খায় → খায় এভাবেই আল্লাহ তাওহীদের হায়াত ও মৃত্যুর নির্ণয় ব্যবস্থা চালাচ্ছেন।	হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকার ঘটনা সূরা হূদ ১১:৪৪ ইব্রাহিম (আ.)-এর চিন্তা ও তাওহীদের সূরা আল-আন'পাম ৬:৭৯-৮০ বি: দ্র: উপরের ঘটনাসমূহ তাকসীর, হাদিস ও ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে সংকলিত।

আমরা সবাই শামের বংশধর, আমাদের লক্ষ্য একটাই—এক আল্লাহর ইবাদত করা। رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (হে আমাদের রব! আমাদের কাছ থেকে কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।) (সূরা আল-বাকার ২:১২৭)

000000 00000000 00000000 00000 0000 000000000 0000000 00 000 000000
 00000000000 0000000 00000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000:

0000000 000000 0000000000 (0.)-00 000000 000000000000 0000, 00 0000 0000000000
 00 000 00000—00000000 00-0000000 00000000 0000000 0000000 000000, 0000000
 00000000 0000 00 000000000 0000000 000000 00000 0000 0000 00000000000 00 0000
 0000000000 0000000000 00000000 00000000 0000 000000 000 00000 0000000 000000
 000000000000 0000000 00000 00000 000000 00000000 00 00000000000 0000 00000000
 000000 00000000000 00000 000, 0000000 000000 0000 0000000 0000 00000 0000—
 000000000 0000000 00000 00000, 00 00000 00000 00000 000 00000 0000000 000000

وَاللّٰهُ لَاكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿١٠٠﴾
 وَاللّٰهُ لَاكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (١٠٠)
 (١٠٠:١٠٠-١٠٠:١٠٠, ١٠٠:١٠٠)

[illegible]

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ
وَقَدْ كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ خَاسِرِينَ (١٠٧) (سورة البقرة، آية ٢٥٠)
 (١٠٧-١٠٨، ٢٥٠:٢٥١)

0000000 00000, 00000 000 0000 000—00000, 00000 000 0000000000 000
 000000 0000000 00000000 0000 000000 000000 00 000 000 (00000 0 00000)
 00000000 000 0000000 0000000000 000000 0000 00000000000 0000 0000000000 0000
 0000000 000000 000000 00000000 0000000 0000000 00000000 0000 (00000000 0000
 0000, 00 000000 0000 0000000) 000000000 0000000 0000 0000000 000 000000
 —"000000 00 0000000 00 0000 0000 000000, 000000 00 00000000 0000 000000
 0000 0000?" 000 0000000 0000 000 000000 000000 0000000000 00000000000 0000
 000000 0000 00000 000 00000000 000 00000—"00 00000 000 00 0000 000000
 000000, 00000 0000 00!" 00 000 0000 0000000000000000 0000000 00000000 0000000
 000 0000 0000000 0000000000 0000000 00000000 0000000 00 00000, 000000000 (0.)-
 00 000 000000000000000 000000 000000 00 000 00000000 0000 0000 000 000000 000
 0000 000 00 0000 000000000 0000000000..

১ ইব্রাহিম (আ.)-এর যুবক বয়স
ইব্রাহিম (আ.) ১৬ বছর বয়সে আত্মার কানে সত্য ও হকের অনুদানকে জীবন অতিবাহিত করছিলেন।

২ আল্লাহর নির্দেশ ও ইব্রাহিম (আ.)-এর আত্মসমর্পণ
অনুবাদ: “যখন তাঁর পালনকারী তাকে বললেন—আত্মসমর্পণ করে; তিনি বললেন—আমি বিশ্বাসের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৩১)

৩ মেলার দিন – সবাই উপাসনালয়ে
মেলায় গিয়ে সবাই তাদের খাবার নিয়ে নগরের বিশাল উপাসনালয়ে যায়, যেখানে প্রায় ৭০টি মূর্তি ছিল।

৪ ইব্রাহিম (আ.) মেলায় যাননি
ইব্রাহিম (আ.) মেলায় যাননি। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—
“ইব্রাহী সাহুদী” (আমি অসুস্থ)।

৫ ইব্রাহিম (আ.)-এর সংকল্প
وَإِلَّاهُ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ
অনুবাদ: “আল্লাহর কসম! তোমাদের ঘিরে যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর সাথে এক ঢাল ঝড় (ঘোড়াশরা করব)।” (সূরা আল-আফিয়া, ২১:৫৭)

৬ উপাসনালয় ফাঁকা পেয়ে
আলা তাকবুন?
(তোমরা খাঙ্ না কেন?)
মালাকুলে ম তানজিদুন?
(হোমামের কী হয়েছে কে কথা বলছে না?)

৭ মূর্তিগুলোকে আঘাত
فَجَعَلَهُمْ جِبَاذًا إِلَّا الْآلِئَةَ لَهُمْ لَنُعَلِّمَهُنَّ يَوْمَ يُؤْتَوْنَ
অনুবাদ: “অতঃপর তিনি সেগুলোকে ধ্বংস-বিধ্বং করে দিলেন— তাদের বড়ি ছাড়া, যাতে তারা সেটির কাছে ফিরে আসে (জিজ্ঞাসা করার জন্য)।” (সূরা আল-আফিয়া, ২১:৫৮)

৯ সবাই ফিরে এসে দেখে তছনছ!
কাজ তার বড় সাহস?

১০ তারা বলল – ইব্রাহিমই করেছে
قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى قَالَ ابْرَاهِيمَ نَذْكُرْهُ بِمَاذَا كَفَرْتَ
অনুবাদ: “তারা বলল—আমরা এক যুবককে তাদের (মূর্তিদের) সমাগোচনা করতে শুনেছি, যাকে ইব্রাহিম বলা হয়।” (সূরা আল-আফিয়া, ২১:৬০)

১১ ইব্রাহিম (আ.)-কে হাজির করা হলো
ফাত্ত বিয়ি ‘আলা আবু ইউনিন নামি’
(‘তাকে মানুষের সামনে নিয়ে আসো যাতে তারা সাক্ষী হতে পারে’)

১২ বাজারে ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রচার
এগুলো তো খুকুটা আর মাটি দিয়ে বানাও, এগুলো কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে?

১৩ মূর্তিকে পানিতে বিসর্জন
নে তোদের মনে হয় পানি পিপাসা লেগছে, একটু পানি খা!

১৪ আজরের পরিবার
হারান নাখোর ইব্রাহিম (আ.)
(গোবদন ভাঙিয়েছিল কারা)

১৫ আজর ও উমায়্যার (ইব্রাহিমের পিতা-মাতা)
আজর (আ.) ও তাঁর স্ত্রী উমায়্যার (বা বোন/আমীলা)

১৬ চিন্তাশীল ইব্রাহিম (আ.)
মা, আমার বব কে?
ইব্রাহিম (আ.) ছোটবেলা থেকেই ছিলেন চিন্তাশীল —
“রব” সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

□□□□□□□□ □□□□,

[illegible][illegible]

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ
وَقَدْ كُنَّا مِنْ أَشْقَى الْبِلَادِ (سورة الحجر: ٥١-٥٢)
 قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ
 وَقَدْ كُنَّا مِنْ أَشْقَى الْبِلَادِ (سورة الحجر: ٥١-٥٢)

[illegible]

قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتَا يَا إِبْرَاهِيمُ
 إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْبَشَرِ (سُورَةُ هُودٍ: ٦٨-٦٩، ٦٩: ٦٨)

□□□□□□ (□.) □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□:

—فَقَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ
فَاسْأَلُوا مِنْهُمْ عَنْ الْقُرْآنِ وَالْغُرُفِ الْمَكِينِ; فَاسْأَلُوا عَنْ الْقُرْآنِ وَالْغُرُفِ الْمَكِينِ
فَاسْأَلُوا عَنْ الْقُرْآنِ وَالْغُرُفِ الْمَكِينِ” (سُورَةُ الْغُرُفِ: ١٠-١١)

[illegible]

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ
 فَجَاءُوا بِحَبْلٍ مُنْقَلَبٍ وَطَسَّوهُ عَلَى عُصَاةٍ ۚ فَأَخَذُوا بِشَعْرَتِهِ
 الْمُفْرَاةِ فَجَاءُوا بِهِ خَوْفًا مُبْتَلًى ۖ فَتَوَلَّى مُدْبِرًا ۖ فَكَذَّبَ
 (٢٢٢-٢٢٣)

000000 00 000 000 000000 0000000 000 0000 000000 000000000000 000000000 0000
 0000000 000 00 00000 000 00 000 000 0000 0000 0000000 000 000 000000 000
 0000000 000 00 0000000 000000000000 000000 000000000000 000000 0000000 0000

[illegible]

দীর্ঘ এক মাস ধরে লাকড়ি সংগ্রহ করা হলো।

বিশাল অগ্নিকুণ্ড জালানো হলো, যার তাপ এত ভয়ংকর ছিল যে কেউ তার কাছে যেতে পারছিল না।

শয়তান বুজি দিল – নারী-পুরুষের মেলা ও অসীলভার আয়োজন করো যাতে রয়তনের ফেব্রেশনারী দূরে সরে যায়।

ইব্রাহিম (আ.)-কে উলঙ্গ করার হীন পরিকল্পনা করা হলো।

ইব্রাহিম (আ.) কেন্দে বললেন, 'আল্লাহ! আমি তো মরে যেতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মরার আগে আমাকে কেন এভাবে অপমান করা হচ্ছে?'

আল্লাহ তায়লা সাবুনা দিলেন – হাশরের মাঠে সবাই উলঙ্গ হবে, কিন্তু সবরা আগে আমি তোমাকে কাপড় দান করব।

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ



بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنَّ كَانُوا يَنْتَفِقُونَ

“তিনি বললেন—বরং তাদের এই বড়টিই তো এই কাজ করেছে; তাকেই জিজ্ঞাসা করো যদি সে কথা বলতে পারে।”

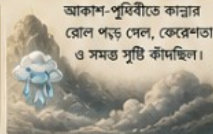
(সূরা আল-আখিয়া ২১:৬৩)

আগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ

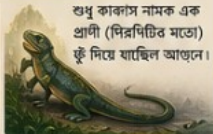
যখন ইব্রাহিম (আ.)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো...



আকাশ-পৃথিবীতে কান্নার রোল পড়ে পেল, ফেরেশতা ও সমস্ত সৃষ্টি কাঁদছিল।



শুধু কাবাস নামক এক প্রাণী (শিরদিগির মতো) ঝুঁ দিয়ে যাচ্ছিল আগুনে।



আল্লাহর হুকুমে আগুন ঠান্ডা ও নিরাপদ হয়ে পেল ইব্রাহিম (আ.) জনা।



বিশেষ সন্মান

নবীজী (সা.) বলেছেন: “কিযামতের দিন ইব্রাহিম (আ.)-কেই সর্বপ্রথম পোশাক পরানো হবে।” (সহীহ বুখারী)



গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

- ♣ সত্য কথা বলার সাহস ও প্রজ্ঞা থাকতে হয়।
- ♣ মূর্তিপূজা কখনো উপকার করতে পারে না।
- ♣ আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে তিনি রক্ষা করেন।
- ♣ দুনিয়ার অপমানের চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি বড়।
- ♣ তাওহীদই হচ্ছে সকল নবীদের দাওয়াত।

দ্রষ্টব্য

কিছু ঘটনা তাকসীর, হামীসের ব্যাখ্যা ও ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে সংগৃহীত। কুরআন ও সহীহ হাদীসই আমাদের মূল অনুসরণীয় উৎস।



১ মহাপ্রাণবনের পর পৃথিবী



মহাপ্রাণবনের পর পৃথিবীতে একটিও কানের ঘর ছিল না। যারা বেঁচে ছিলেন তারা সবাই ছিলেন দুর্দিন ও মুসলমান। হিন্দু, ইহুদি, খ্রিষ্টান বা বৌদ্ধ—সবার পূর্বপুরুষরা এই মুসলমানদের থেকেই জন্মলেন।

২ সেলার দিন



নমরদের দেশে সেলার দিন সবাই উপাসনালয়ে যায়। প্রায় ৭০টি মূর্তির সামনে খাবার সাজিয়ে তারা বরকতের আশার নিয়ে আনে।

৩ ইব্রাহিম (আ.)-এর অনুপস্থিতি



সবাই মেলায় গেলে ইব্রাহিম (আ.) ঘাননি। তিনি শিরকের প্রতি বিকৃত্যর করাণে মানসিকতারে অতুহ ছিলেন।

৪ ইব্রাহিম (আ.)-এর সংকল্প



“আল্লাহর কসম! তোমরা কিরে যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিভলার সাথে এক চাল চাবব।” (সূরা আল-আক্ষিয়া, ২১:৫৭)

৫ মূর্তিকাণ্ড



“অতঃপর তিনি সেগুলোকে ভূর্ণ-বিভূর্ণ করে দিলেন—তাদের বড়টি ছাড়া।” (সূরা আল-আক্ষিয়া, ২১:৫৮)

৬ মেলা থেকে ফিরে এসে



সবকিছু দেখে সবাই হতবাক! তারা খোঁজ শুরুত করাল—কার এত বড় সাহস?

৭ সাক্ষীদের বক্তব্য



“আমরা এক বুবককে তাদের সমালোচনা করতে শুনছি, যাকে ইব্রাহিম বলা হয়।” (সূরা আল-আক্ষিয়া, ২১:৬০)

৮ ইব্রাহিম (আ.)-কে হাজির করা



৯ নমরদের প্রশ্ন



“ভূমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এই কাজ করেছে?” (সূরা আল-আক্ষিয়া, ২১:৬২)

১০ ইব্রাহিম (আ.)-এর কৌশলী উত্তর



“বরং তাদের এই বড়গিছাভো এই কাজ করেছে: তাকেই জিজ্ঞাসা করো যদি সে কথা বলতে পারে।” (সূরা আল-আক্ষিয়া, ২১:৬৩)

১১ লজ্জা এবং নীরবতা



বড় মূর্তির কাছে কুরাঘ দেখে সবাই ঝাজিত হলো। তারা আনে—এগুলো কথা বলতে পারে না, কিছুই করতে পারে না।

১২ নমরদের রায়



“একে পুড়িয়ে ফেলো এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।” (সূরা আল-আক্ষিয়া, ২১:৬৮)

১৩ অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত



দীর্ঘ এক মাস ধরে বাকড়ি সংগ্রহ করে বিশাল অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হলো। আগুনের তাপ এত তয়কর ছিল যে কেউ তার কাছে যেতে পারছিল না।

১৪ ইব্রাহিম (আ.)-কে অপমানের পরিকল্পনা



শয়তান বুজি দিল—নারী-পুরুষের মেলা ও অগ্রীলতার আয়োজন করে যাতে রহমতের ফেরেশতার দূরে সরে যায়। এরপর তাকে উলস করার হীন পরিকল্পনা করা হলো।

১৫ আল্লাহর সান্ত্বনা



আল্লাহ তায়ালা বললেন—হাশদের মাটে সবাই উলদ হবে, কিন্তু সবাই আগে আমি তোমাকে কাপড় দান করব। এই সন্মান শুধু তোমারই।

সহীহ বুখারী: গ্রামতের দিন ইব্রাহিম (আ.)-কেই সর্বপ্রদর পোম্যাক পরালো হবে।

১৬ আগুনে নিক্ষেপ



শুধু এই প্রাণীটি আশ্রনের নিকে ঠুঁ দিগ্ধল যাতে আশ্রন আরও জ্বলে।

স্বীনজিব, আল্লাহর আদেশে কিছু করতোষ পানেনি।

হাদীস: এই প্রাণীকে মারার কথা বলা হয়েছে এবং এক আঘাতে মারলে ১০০ নেকির কল্যা উল্লেখ আছে।

□□□□□□□□ □□□□,

Երբ ինքնուրույն լսեց ինքնուրույն ինքն ինքն, Երբ-Երբ ինքնուրույն լսեց ինքն ինքն ինքնուրույն ինքն ինքն ինքն—“Ինքն ինքն! Ինքն ինքն ինքն ինքն 'Ինքն' ինքն, Ինքն ինքնուրույն ինքն ինքն! Ինքն ինքն ինքն ինքն ինքն?՝ Ինքն ինքն—“Ինքն ինքն” Ինքն ինքն ինքն, Ինքն ինքն ինքն ինքն, “Ինքն ինքն! Ինքն ինքն ինքն ինքն, Ինքն ինքն ինքն ինքն ինքն” Ինքն (Ի.) Ինքն ինքն, “Ինքն, Ինքն ինքն ինքն ինքն ինքն ինքն ինքն”

000000 (0.) 000 000000, "000 000000, 000 000000 00 00000 0000 00 0000 0000 000 0000" 000000000 (0.) 000000, "000000000 00000 0000 00000000 0000 0000000 000 0000000 000 00 '00000000 00-0000000 0000000'—0000 00000000 0000000000000 0000 000000000000 000000 0000 00000000-0000000 000000 0000"

[illegible]

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٢٥﴾ "فأمر الله النار أن تكون برودة وسلاماً على إبراهيم حين وضعه في النار، ولم يضره شيء من ذلك!" (سورة البقرة: ٢٥-٢٦، سورة النمل: ٢٤)

00000000 0000 0000, 00000000 0000 000000 '00000 00000000' (000000 00), 0000 00000
 0000000000 00000000 0000 0000 00 000000000 0000000 00000000 0000 0000 00000 0000 00000
 00000000 0000000 0000 0000 000000, 00000000 0000 0000 000000000 0000000000 00000 00?
 0000000000 00000 0000 00000000 0000000 '0000 000000000' (0000 000000000000 00), 0000
 00000000000000 00000 0000 0000000000 0000000000 0 000000 00000 000000000 00000000000000
 0000 00000000 00000, 00000000 000000 0000000000000 00000 00 0000000000 00000000

[illegible][illegible]

□□□□ □□□□ □□□□—□□□□□□□□□□□□!

1 মহাপ্রবনের পর পৃথিবী নূহ (আ.)-এর বন্যার পর পৃথিবীতে একটিও কানদের স্বর ছিল না। সবাই ছিল দুদিন ও মূলমানে। হিন্দ, ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ— সবাই সেই মুসলমানদের বংশধর।	2 মূর্তিকাণ্ড পেলার দিনে সবাই খাবার নিয়ে উপাসনালয়ে যায়। ইব্রাহিম (আ.) অসুচ্ছতার ভান করে থেলার খান্না। সবাই চলে গেলে তিনি মূর্তিদের নিয়ে কুঠার চালানেন। وَلَلَّهُ لَاكِبْدُنْ أَشْنَكُمْ بَعْدَ أَنْ نُولُوا فُذْرَيْنْ (সূরা আল-আখিয়া, ২১:৫৭)	3 ধরা পড়া থেলা থেকে ফিরে নেমে সর মূর্তি ভাঙা। তারা বলল, قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ “আমরা এক বুঝকে তাদের (মূর্তিদের) সমালোচনা করতে শুনেছি।” (সূরা আল-আখিয়া, ২১:৬০)	4 নমরদের সামনে ইব্রাহিম (আ.) قَالُوا أَنْتَ فَاعِلًا بِأَيْمَانِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ “হে ইব্রাহিম! তুমি কি আমাদের উপাসাদের সাথে এই কাজ করেছে?” (সূরা আল-আখিয়া, ২১:৬২)
5 ইব্রাহিম (আ.)-এর জবাব قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنَّ كَانُوا يَنْطَبُونَ “বরং তাদের এই বড়ভাই হে এই কাজ করেছে; তাকেই জিজ্ঞাসা করো যদি সে কথা বলতে পারে।” (সূরা আল-আখিয়া, ২১:৬৩)	6 লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু তারা বুঝল মূর্তিগুলো কিছুই পারে না। কিন্তু অহংকার তাদের সত্য মানতে দিল না।	7 আগুনে নিক্ষেপের আদেশ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ “একে পুড়িয়ে ফেলা এবং তোমাদের উপাসাদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।” (সূরা আল-আখিয়া, ২১:৬৮)	8 লাকড়ি সংগ্রহ ও অগ্নিকুণ্ড দীর্ঘ ১ মাস ধরে লাকড়ি সংগ্রহ করা হলো। বিশাল অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হলো। আগুনের তাপ এত ভাংকের ছিল যে কেউ কাছে যেতে পারছিল না।
9 শয়তানের প্ররোচনা শয়তান বলল, নারী-পুরুষের মেলা আর অশ্লীলতা করো, তাহলে রহমতের ফেরেশতারা দূরে সরে যাবে। একটি চিতকিচি জাতীয় প্রাণী আগুনে সুঁ দিচ্ছিল যাতে আগুন আরও জ্বলে ওঠে।	10 আগুনে নিক্ষেপ ইব্রাহিম (আ.)-কে চরকাবাগুয়ের মাঝে আগুনের নিকে নিক্ষেপ করা হলো। আকাশ-পৃথিবীতে কান্নার রোল পড়ে গেল।	11 ফেরেশতাদের আগমন ফেরেশতারা আর্তান করে বলল, “ইয় আদ্রাহ! মার একটি মানুষ যে আপনাকে ‘আদ্রাহ’ বলে ডাকে। তাকে কামেরা পুড়িয়ে মারছে।” আদ্রাহ বললেন, “হাও তোমরা।”	12 জেবরাঈল ও মিকাইলের প্রস্তাব মিকাইল (আ.) আমি মিকাইল, আমি নুটি ও তুফান আনতে আসছি। জেবরাঈল (আ.) আমি জিবরাঈল, আমি আশপাশে সাহায্য করব। ইব্রাহিম (আ.) বললেন, “আপনাদের দরকার নেই। আমি ‘আসলামাতু লি-বব্বিল আলামীন’।”
13 আল্লাহর নির্দেশ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ “আমি বললাম—হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।” (সূরা আল-আখিয়া, ২১:৬৯)	14 আগুনে জন্মাত আগুনের তেতর ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্ম হয়ে গেল জন্মটি বাগান। ফেরেশতারা তাঁর পাশে বসে কথা বললেন। ৪০ দিন পর্যন্ত আগুন জ্বললো।	15 মেয়ের দেখা ও মুক্তি ইব্রাহিম (আ.) বললেন, “বিসমির্য়াহি ইলাহি ইব্রাহিম” — এই বলে তুমি ফিরে যেতে পারো।	16 ৪০ দিন পর মুক্তি ৪০ দিন পর ইব্রাহিম (আ.) নির্বাণী সুস্থ অবস্থায় বের হয়ে এলেন।

আমি বললাম—হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।” (সূরা আল-আখিয়া, ২১:৬৯)

আগুনের তেতর ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্ম হয়ে গেল জন্মটি বাগান। ফেরেশতারা তাঁর পাশে বসে কথা বললেন। ৪০ দিন পর্যন্ত আগুন জ্বললো।

ইব্রাহিম (আ.) বললেন, “বিসমির্য়াহি ইলাহি ইব্রাহিম” — এই বলে তুমি ফিরে যেতে পারো।

৪০ দিন পর ইব্রাহিম (আ.) নির্বাণী সুস্থ অবস্থায় বের হয়ে এলেন।

আমি বললাম—হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।” (সূরা আল-আখিয়া, ২১:৬৯)

আগুনের তেতর ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্ম হয়ে গেল জন্মটি বাগান। ফেরেশতারা তাঁর পাশে বসে কথা বললেন। ৪০ দিন পর্যন্ত আগুন জ্বললো।

আমি বললাম—হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।” (সূরা আল-আখিয়া, ২১:৬৯)

আগুনের তেতর ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্ম হয়ে গেল জন্মটি বাগান। ফেরেশতারা তাঁর পাশে বসে কথা বললেন। ৪০ দিন পর্যন্ত আগুন জ্বললো।

ইব্রাহিম (আ.) বললেন, “বিসমির্য়াহি ইলাহি ইব্রাহিম” — এই বলে তুমি ফিরে যেতে পারো।

৪০ দিন পর ইব্রাহিম (আ.) নির্বাণী সুস্থ অবস্থায় বের হয়ে এলেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ

আমি বললাম—হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।” (সূরা আল-আখিয়া, ২১:৬৯)

আগুনের তেতর ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্ম হয়ে গেল জন্মটি বাগান। ফেরেশতারা তাঁর পাশে বসে কথা বললেন। ৪০ দিন পর্যন্ত আগুন জ্বললো।

ইব্রাহিম (আ.) বললেন, “বিসমির্য়াহি ইলাহি ইব্রাহিম” — এই বলে তুমি ফিরে যেতে পারো।

৪০ দিন পর ইব্রাহিম (আ.) নির্বাণী সুস্থ অবস্থায় বের হয়ে এলেন।

আমি বললাম—হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।” (সূরা আল-আখিয়া, ২১:৬৯)

আগুনের তেতর ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্ম হয়ে গেল জন্মটি বাগান। ফেরেশতারা তাঁর পাশে বসে কথা বললেন। ৪০ দিন পর্যন্ত আগুন জ্বললো।

জান্নাতি পোশাকের উত্তরাধিকার



ইব্রাহিম (আ.)
আল্লাহর তাঁকে পোশাক দান করেন।

→



ইসবাক (আ.)
ইব্রাহিম (আ.)-এর পর এই পোশাক লাভ করেন।

→



ইয়াকুব (আ.)
ইসবাক (আ.)-এর পর এই পোশাক পান।

→



ইউসুফ (আ.)
ইয়াকুব (আ.) এই আম্মাতি কাপড়টি মামুনির মাঝে রেখে গিয়ে পুরা ইউসুফ (আ.)-এর পলয়্যে আঁচিকের মাতে পরিয়ে দেন।

→

কুয়ায় নিফেপ ও বন্ধা



ভাইরা কুয়ায় নিফেপ করলে আল্লাহ ঈজাউলেক শায়াসেন। যিনি মায়াদি শোকে কাশপু কেব হক বইয়া (আ.)-কে পরিয়ে সেন, বহন বলিরা উকে উদন ইখগুভ, ১২:৫৫।

ইউসুফ (আ.)-এর নির্দেশ



اَذْهَبُوا بِمِثْمِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي بَارِي نَاجٍ بَصِيرًا

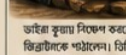
“তোমরা আমার এই আম্মাতি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার চেহারার ওপর রাখে; তাহলে তিনি সুস্থরা দুঃশিক্তি কিরে পাবেন।”
(সূরা ইউসুফ, ২২:৮৩)

ইয়াকুব (আ.)-এর দুঃশিক্ষক্তি ফিরে পাওয়া



ইয়াকুব (আ.) ইউসুফের শোকে কলমতে কলমতে ভ্রাজ গিয়ে গিত্তহিসেন। যখন সেই আম্মাতি পোশাক উত্তর দুঃশে রাখা হলো, আল্লাহর কুয়রতে তিনি তাঁর দুঃশিক্তি কিরে পেলেন।

কোনর বসে পিতার অনুভব



وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيَتْ قَالَ ابْنُؤْمُهُمْ إِنِّي لَآجِدُ رَيْحَ يُوسُفَ لَوْ أَن تَفْقَهُوا

“অতঃপর যখন কালেনা (শিতর ভেঙে) রওনা হলো, তখন তাদের শিত্রা (কোনো বসে) কালেনা—আমি শিত্তিত্ত্রাবে ইউসুফের সুভান শাউছি, যদি না তোমরা আম্মাকে শাপল যা শিত্ত্রায় বলে উক্তিরে যাও।”

সূহান্নালাহ ! তাঁর ইবাদত করো, তাঁর ওপর ভরসা রাখো – তিনি সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু।

سَبَّحَانَ اللَّهِ

000000 0000 00000000 (0.) 000 (00000000 000000)-00 00000000 000000 000000
 0000 00000000 00000000 000000000 00000 00 0000 0000 0000 0000000 0000
 000000000 0000 0000000 00000 0000 00000 00 000 0000000 00000 000 000 0000
 00000000—00 00000000000 00000 0 0000000 000 00 000000 00000 000—000 0000
 00000000 00000000 00000, 000 000 0000000000 000 000 000 00000000 0000000 00000

[illegible]

এই গল্পটি একটি কাল্পনিক গল্প। এটি ইসলামের ইতিহাস বা কোরআনের কোনো ঘটনা বা ব্যক্তিত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়নি। এটি কেবল একটি কাল্পনিক গল্প।

এই গল্পটি একটি কাল্পনিক গল্প। এটি ইসলামের ইতিহাস বা কোরআনের কোনো ঘটনা বা ব্যক্তিত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়নি। এটি কেবল একটি কাল্পনিক গল্প।

এই গল্পটি একটি কাল্পনিক গল্প। এটি ইসলামের ইতিহাস বা কোরআনের কোনো ঘটনা বা ব্যক্তিত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়নি। এটি কেবল একটি কাল্পনিক গল্প।

এই গল্পটি একটি কাল্পনিক গল্প। এটি ইসলামের ইতিহাস বা কোরআনের কোনো ঘটনা বা ব্যক্তিত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়নি। এটি কেবল একটি কাল্পনিক গল্প।

১ অগ্নিপরীক্ষা শেষ ইব্রাহিম (আ.) অগ্নিপরীক্ষার উত্তীর্ণ হলেন। আল্লাহর নির্দেশে আত্মা অগ্নিতে খায় শীতল ও শান্তিময়।	২ নমরুদ ও তার বাহিনীর ধ্বংস আল্লাহর ক্রুরতের নমরুদ ও তার বিশাল বাহিনী হয়ে যায়। জালেনের পরিনতি ধ্বংস।	৩ ইব্রাহিম (আ.)-এর হিজরত শুরু ইব্রাহিম (আ.) ব্যাবিলন থেকে হিজরত করে বের হলেন আল্লাহর নির্দেশে। সাথে রয়েছেন স্ত্রী সারা (আ.), যা এবং জাতিজা লুত (আ.)।	৪ হারাম শহর প্রথমে ইব্রাহিম (আ.) গেলেন হারাম শহরে, যেখানে কাবা শরীফ পূর্বে নির্মিত হয়েছিল।	৫ হেবরন (আল-খালিল) শহর সেখান থেকে তিনি সিরিয়ার হেবরন (আল-খালিল) শহরে উপস্থিত হলেন এবং কিছুদিন অবস্থান করলেন।
৬ লুত (আ.)-কে দাওয়াতের জন্য পাঠানো ইব্রাহিম (আ.) তাঁর জাতিজা লুত (আ.)-কে উজরের সুহৃদ শহর দিকে পাঠালেন যেহিঁদে দাওয়াতের জন্য।	৭ মিশরের পথে রওনা ইব্রাহিম (আ.) স্ত্রী সারা (আ.)-কে নিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন দাওয়াতের কাজে।	৮ মিশরের রাজা শান ইবনে আনোয়ান সে সময় মিশরের রাজা ছিল শান ইবনে আনোয়ান—এক দুর্দস্ত জালেম ও লাস্ট শাসক।	৯ সারা (আ.)-কে দোন পরিচয় ইব্রাহিম (আ.) বললেন, “হে সার, তুমি আমার স্ত্রী”—জীজন বীজনের জন্য সার (আ.)-কে বোন পরিচয় দিলেন।	১০ রাজা সারা (আ.)-কে দেখে লাস্টতা রাজা সারা (আ.)-কে দেখে লাস্ট দৃষ্টিতে হাত বাড়ল।
১১ আল্লাহর ক্রুরত আল্লাহর ক্রুরতের সাথে সাথে তার হাত অবশ হয়ে যায় এবং সে বেহুশ হয়ে পড়ে।	১২ সারার দোয়া সারা (আ.) দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ! এই ক্রুর যদি মারা যায়, তবে তার লোকজন আমাদের খুনি ভাবে।”	১৩ তিনবার এমন ঘটনা রাজা তিনবার হাত বাড়ল, তিনবারই আল্লাহর ক্রুরতের বেহুশ হল এবং সারার দোয়ার সুস্থ হল।	১৪ রাজা সত্য বৃত্তে পারল পেছে রাজা বৃত্তে পারল—সারা (আ.) কোনো সাধারণ নারী নন। সম্মানের সাথে ঘিরিয়ে দিল।	১৫ হাজার (আ.)-কে উপহারস্বরূপ দিল রাজা তার কন্যা হাজার (আ.)-কে ইব্রাহিম (আ.)-এর সাথে সেবিকা হিসেবে মিলে উপহারস্বরূপ।
১৬ হেবরন প্রত্যাবর্তন ইব্রাহিম (আ.) সারা (আ.) ও হাজার (আ.)-কে নিয়ে আবার হেবরনে ফিরে এলেন।	১৭ ১০০ বছর পরও সন্তান হলো না ১০০ বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু সারা (আ.)-এর কোনো সন্তান হলো না।	১৮ সারার উদার প্রস্তাব সারা (আ.) বললেন, “আমার তো সন্তান হচ্ছে না, আপনি হাজারকে গ্রহণ করুন, আমাদের বংশের প্রদীপ জ্বালক।”	১৯ হাজার (আ.)-এর পূর্ণধারণ ইব্রাহিম (আ.) হাজারকে গ্রহণ করলেন এবং আল্লাহর হুকুম তিনি পূর্ণকরী হলেন।	২০ সারার অভিমান ও নাক-কান ছিন্ন সারার মনে কিছুটা অভিমান জন্মাল। ইব্রাহিম (আ.) বললেন, “তুমি তাঁর নাক ও কান ছিন্ন করে তোমার কসম পূর্ণ হবে।” এভাবেই নাক-কান ছিন্ন করার প্রথা শুরু হলো।

ইব্রাহিম (আ.)-এর জীবন ও দাওয়াতের পথে

অগ্নিপরীক্ষার পর হিজরত, মিশরের ঘটনা ও ইসমাইল (আ.)-এর পূর্ব ইতিহাস

অগ্নিপরীক্ষার পর

- ইব্রাহিম (আ.) অগ্নিতে নির্দোষ হলে ও আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন।
- নমরুদ ও তার বিশাল বাহিনী ধ্বংস হয়।
- ইব্রাহিম (আ.) তাওহিদের দাওয়াতে অবিলম্ব থাকেন।

ইব্রাহিম (আ.)-এর হিজরত ও সফর



সঙ্গে ছিলেন

- স্ত্রী সারা
- মা
- ডাইয়ের ছেলে লুত (আ.)

হিজরতের উদ্দেশ্য

“তাওহিদের প্রচার, আল্লাহর ইবাদতে প্রতিষ্ঠা এবং মানুষকে শিরক থেকে মুক্ত করা।

মিশরে ইব্রাহিম (আ.) ও বিবি সারা

১ মিশরের রাজা



রাজা শান ইরনে আনন্দের ছিল জালেম ও কাকের। তার নিয়ম ছিল- সুন্দরী নারী দেখলে তার স্বামীকে খুন করে সেই নারীকে ছিনিয়ে নিত।

২ পরিচয় গোপন



ইব্রাহিম (আ.) সারাকে বললেন, “পূর্ববর্তীতে আমি আর তুমি ছাড়া কোনো মুমিন নেই। তোমাকে আমি আমার যেন পরিচয় দেব (হাফিজি উল্লেখ)।”

৩ রাজার দুষ্ট উদ্দেশ্য



রাজা সারাকে দেখে অসং উদ্দেশ্যে হাট বাড়াল।

৪ আল্লাহর কুদরত



সাথে সাথে তার হাত অবশ হয়ে গেল এবং সে বেহুশ হয়ে পড়ে গেল।

৫ সারার দোয়া



মা সারা দোয়া করলেন, “আল্লাহ! ও যদি এভাবে সারা যায়, তবে ওর লোকজন আমাদের খুনি ভাবে।”

৬ তিনবার ঘটনা



রাজা তিনবার হাত বাড়াল, তিনবারই বেহুশ হলো এবং মা সারার দোয়ায় সুস্থ হলো।

রাজার পরিবর্তন ও উপহার



- রাজা বুঝতে পারল, সারা কোনো সাধারণ নারী নয়, তাঁর সাথে আল্লাহর কুদরত আছে।
- রাজা সম্মানে সারাকে ফিরিয়ে দিল এবং তার কন্যা হাজেরা-কে সেবিকা হিসেবে দান করল।

আরবী ভাষায় ল্যাগের বিনিময়ে যারা সেবিকা হিসেবে কাজ করে বা হাদ্য পায়, তাদের ‘আজেরা’ বলা হয়। এই ‘আজেরা’ থেকেই আমরা তাকে ‘হাজেরা’ বলি।

হেবরনে প্রত্যাবর্তন



ইব্রাহিম (আ.) বিবি সারা ও হাজেরাকে নিয়ে আবার হেবরনে ফিরে আসলেন।

সন্তানের আশা



- শহরে ১০০ বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু বিবি সারার কোনো সন্তান হচ্ছিল না।
- একদিন মা সারা নিজের মনের উদারতা থেকে বললেন, “আমার তো সন্তান হচ্ছে না, আপনি বরং এই হাজেরাকে গ্রহণ করুন, যদি তাঁর গর্ভে আমাদের বংশের কোনো প্রাণী আসে!”

হাজেরার গর্ভধারণ



ইব্রাহিম (আ.) হাজেরাকে প্রহণ করলেন এবং আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ

মা সারার অভিমান



হাজেরা গর্ভবতী হলে মা সারার মনে মানবিক কারণেই কিছুটা ঈর্ষা বা অভিমান ভেঁরি হলো।

- তিনি রাগের মাথায় কিছু শপথ করে বসলেন।

ইব্রাহিম (আ.)-এর সমাধান



ইব্রাহিম (আ.) অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি সামলালেন। তিনি সারাকে বললেন, “তুমি তাঁর নাক ও কান ছিন্ন করে তোমার কসম পূর্ণ করে।”

নাক-কান ছিন্নের শুরু



এভাবেই নারীদের নাক-কান ছিন্ন করার প্রথার শুরু হলো।

মূল শিক্ষা

- তাওহিদের পথে অবিলম্বতা
- আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা
- ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল
- নারীর মর্যাদা ও উদারতা
- আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ

পূর্ববর্তী বংশধারা (সংক্ষেপে)



ইব্রাহিম (আ.)-এর বংশধারা থেকেই আরব জাতির উদ্ভব এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন।

رَبِّ اجْعَلْنِي مَعِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

“হে আমার রব! আমাকে সালাত কয়েমকারী ও আমার সন্তানদেরও সালাত কয়েমকারী করে দাও। হে আমাদের রব! আমার দোয়া কবুল করুন।” (সূরা ইব্রাহিম: ৪০)

၀၀၀၀၀၀၀၀ (၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀)-၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀, ၀၀၀၀
 ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀
 ၀၀၀—၀၀၀၀၀၀၀၀! ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀
 ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ (၀၀-၀၀၀၀) ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀—
 ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀

[illegible]

0000 00000000 0000 000000 00 0000000 000000000 00 000000000 000 000000000 00
 000 0000 0000 0000 00000000

[illegible][illegible][illegible][illegible]

﴿٢٧﴾... رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَهُمْ أَغْنَاهُمْ عَنْ زَرْعِهِمْ وَيُنْفِقُوا مِنْهُ سِرًّا وَجَهًا كَمَا أَنْفَقْنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَهْدِي الْبَلَاءَ ﴿٢٨﴾



ইব্রাহিম (আ.)-এর মহান পরীক্ষা ইসমাইল (আ.) ও হাজেরাকে মক্কায় রেখে আসা

আল্লাহর হুকুমে ত্যাগ, এবং অটল বিশ্বাসের এক অনন্য ইতিহাস

আল্লাহর নির্দেশ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مِّنَّا
أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
بُؤَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ

ইব্রাহিম! তুমি তোমার দুধপোষ্য
সন্তান ও তাঁর মাকে মক্কা অঞ্চলের
মরুভূমিতে রেখে এসো।

পরিস্থিতি



ইব্রাহিম (আ.)-এর ঘরে
শিশু ইসমাইলের আগমন।



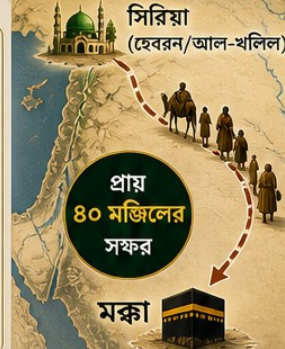
আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন
পরীক্ষার নির্দেশ।



দুধপোষ্য শিশু ইসমাইল (আ.)
ও তাঁর মা হাজেরাকে মক্কায়
রেখে আসার আদেশ।



সিরিয়া থেকে দক্ষিণ দিকে
হিজরত শুরু।



মজিলের হিসাব

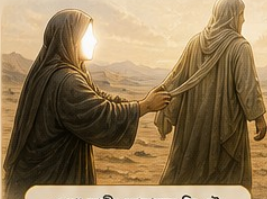
- ★ ১৬ মাইলে এক মজিল
(আরবীয় হিসাব)
- ★ ১ মাইল = ৪০০ গজ
অথবা ১২,০০০ গজে
এক মজিল
- ★ এই হিসাবটি হাশেমী
মাইল বা এরবিক মাইল
(হাশিমের প্রবর্তিত)

دَوْحَةُ الْكُبْرَى
দাওহাতুল কুবরা
(বিশাল বৃক্ষ)

নূহ (আ.)-এর প্রাবনের ১০ পুরুষ পরে
এখানে কোনো মানুষ ছিল না।
কাবা ঘরও বিলীন হয়ে গিয়েছিল।
সেই বিশাল পাহাড়টিতে ইব্রাহিম (আ.)
মা হাজেরা ও শিশু ইসমাইলকে
রেখে গিয়েছিলেন।
পাহাড়টি এখন না থাকলেও
নামটির চিহ্ন রয়ে গেছে।

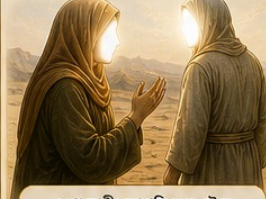
বিদায় মুহূর্তে – বিশ্বাসের পরীক্ষায় ধৈর্য ও আস্থা

১ হাজেরার আকুল আবেদন



ওগো স্বামী! আমাদের কি এই
নিশ্চিত মুত্বার মুখে একাকি
ফেলে চলে যাচ্ছেন?”

২ বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন



ওগো স্বামী! আপনি শুধু এটুকু
বলুন—এই কাজটা কি নিজের
ইচ্ছায় করছেন নাকি আল্লাহর হুকুমে?

৩ ইব্রাহিম (আ.)-এর উত্তর



আমি এটা আল্লাহর হুকুমে
করেছি, নিজের ইচ্ছায় করিনি।

৪ হাজেরার অটল বিশ্বাস



আল্লাহ যদি এটি আপনার
হুকুমে হয়ে থাকে, তবে আমি
ইব্রাহিমের প্রতি অসন্তুষ্ট নই এবং হব না।
আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না।

ইব্রাহিম (আ.)-এর দোয়া



رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
بُؤَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ...

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের
একাংশকে আপনার পবিত্র ঘরের নিকট এক অনাবাদি
উপত্যকায় বসতি স্থাপন করলাম,
যাতে তারা সালাত কয়েম করে।”
(সূরা ইব্রাহিম, ১৪:৩৭)

মক্কার নির্জন মরুভূমি



- ♦ চারিদিকে শুধু পাহাড় ও বালু
- ♦ কোনো জনবসতি নেই
- ♦ পানি নেই, খাদ্য নেই
- ♦ কিন্তু আল্লাহর উপর
অটল ভরসা আছে

ইসমাইল (আ.)-এর বেড়ে ওঠা



আল্লাহর কুদরতে ইসমাইল (আ.) বড় হতে থাকলেন।



ইব্রাহিম (আ.) সময়ে সময়ে এসে দেখা করতেন।



তারা মিলে কাবা ঘর নির্মাণ করলেন।

(সূরা বাকারা, ২:১২৭)



এই ত্যাগের শিক্ষা



আল্লাহর আদেশ সবার উপর



অটল বিশ্বাস ও সম্পূর্ণ সমর্পণ



কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্য ও সন্তুষ্টি



ত্যাগের মাধ্যমেই আসে মহত্ত্ব ও বরকত



رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“হে আমাদের রব! আমাদের থেকে কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” (সূরা বাকারা, ২:১২৭)

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

হাজেরা (আ.)-এর পরীক্ষা ও জমজমের উৎস

এক মায়ের অদম্য বিশ্বাস ও আল্লাহর অগাধ রহমত

হেবরন (সিরিয়া) থেকে মক্কা পর্যন্ত সফর

প্রায় ৪০ মজিলের সফর

হেবরন
(আল-খলিল)

* ১ মজিল = ১২,০০০ গজ (প্রায়) | ১ মাইল = ৪০০ গজ (প্রায়) – হাশেমি মাইল

মক্কা

আল্লাহর নির্দেশ

ইব্রাহিম (আ.)-কে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন,
তোমার দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাইল (আ.)
ও তাঁর মা হাজেরাকে মক্কার মরুভূমিতে
বেখে এসো। (সূরা ইব্রাহিম: ৩৭)

মা হাজেরার কষ্ট ও পানির সন্ধান

১ বুকের দুধ শুকিয়ে
পেল, খাবার শেষ।
শিশু ইসমাইল (আ.)
পানির জন্য কান্না
করতে লাগলেন।



২ মা হাজেরা সাফা
পাহাড়ে উঠে দূর থেকে
ইশারা করে সাহায্যের
আকৃতি জানালেন।



৩ তিনি মারওয়া পাহাড়ে
উঠে আবার সাহায্যের
জন্য চিকোর করলেন।



৪ এভাবে তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে ৭ বার দৌড়োড়ি করলেন।

সাকা



মারওয়া



এই দৌড়োড়ির স্মরণে কিয়ামত পর্যন্ত আসে সমস্ত হাজী সাহেবদের জন্য
সাফা-মারওয়া দৌড়ানো (সাঈ) ওয়াজিব করা হয়েছে।

ইব্রাহিম (আ.)-এর দোয়া

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ...

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের
এক অনাবাদী উপত্যকায়, আপনার পবিত্র ঘরের নিকট
বসতি স্থাপন করলাম, যাতে তারা সালাত কয়েম করে।"
(সূরা ইব্রাহিম, ১৪:৩৭)

জিবরাইল (আ.)-এর আগমন ও জমজমের উদ্ভব

১ মা হাজেরা মারওয়া পাহাড়ের
উপর থেকে দেখলেন, শিশু ইসমাইলের
কাছে এক মহাপুরুষ ঝড়িয়ে আছেন।



২ তিনি দ্রুত ফিরে এসে আকৃতি
জানালেন পানির ব্যবস্থার জন্য।



৩ জিবরাইল (আ.) তাঁর পায়ের গোড়ালি
দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন।



৪ সাথে সাথে সেখান থেকে প্রবল বেগে
পানির ঝরনা প্রবাহিত হতে শুরু করল।



৬ মা হাজেরা পানির প্রবাহকে মাটি ও পাথর দিয়ে আটকে বলতে লাগলেন— "যাম সাম, যাম যামা"
(খামো খামো)



তাঁর এই ডাকার কারণে এই কণ্ডার নাম হলো 'জমজম'।

নবী (সা.) বলেছেন: "মা হাজেরা যদি পানিটাকে ওভাবে
আটকে না দিতেন, তবে জমজম একটি প্ররোহিত নদী হয়ে যেত।"

কাফেলার আগমন ও বসতি স্থাপন

১ ইজ্রলেন থেকে একটি
বানিজ্য কাফেলা ফিরাছিল।
তারা আকাশে পাখির ঝাঁক
দেখে সন্দেহ করল।



২ একজন লোক পাঠানো হলো
স্বপ্ন নিতে। সে ফিরে এসে বলল,
"সেখানে পানি আছে এবং এক
মহিলা তাঁর সন্তানকে নিয়ে
বহছেন।"



৩ কাফেলার নেতা ও বনু জুরহুম
গোত্র সেখানে এসে মা হাজেরার
কাছে অনুমতি চাইলেন।



৪ তারা বলল, "আমরা আরব জাতি,
পানির সন্ধানে ঘুরি। আপনি যদি
অনুমতি দেন, আমরা এখানে
তাবু গেড়ে থাকতে চাই।"



৫ মা হাজেরা শর্ত দিলেন,
"থাকতে পারবেন ও পানি
পান করতে পারবেন, কিন্তু
এই পানির মালিকানা থাকবে
আমার।" তারা আনন্দের সাথে
এই শর্ত মেনে নিল।



জমজমের পানি

- ✓ হাজার হাজার বছর ধরে তামম
পৃথিবীর মানুষ এই পানি পান করছে।
- ✓ কিন্তু আল্লাহর কুদরতী এই ভাঙার
কখনো শেষ হচ্ছে না।
- ✓ এ পানি বরফময়, শিক্ষা দায়ক
এবং পবিত্র।



মক্কার পুনরায় আবাদ

এভাবেই নূহ (আ.)-এর প্রাচীরের পর দীর্ঘকাল
পরিত্যক্ত থাকা মক্কা অঞ্চলটি ইসমাইল (আ.) এবং
বনু জুরহুম গোত্রের উলিয়ায় পুনরায় আবাদ হতে শুরু করল।



গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

- আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য
- মায়ের ভালোবাসা ও বৈধ
- কষ্টের পরেই আসে আল্লাহর সাহায্য
- আল্লাহ কখনো তাঁর বান্দাকে ছেড়ে দেন না

সুবহানাল্লাহ!

000000 000 00000000 00 00 0000000 000 0000 0000000 00000000 000000 000 0000
 0000000 000000000 00000000000 000 00000000 0000000 0000000 00000000 000000000
 00000000 00 00000000 00000000 00000 000 000000 000000 0000000000000 000000
 0000 0000000 00 000 00000000 000000 000 000 000 000 0000 000000 00 0000000
 0000 0000000 000000000 000000 000 00 000 000 000000000000 000,

000000 000 000000 (00000000 000000)-00 000000 '0000 00000' 00 000 000 0000
 00000000000 00000 0000 000, 000 000000000 (0.)-00 00000 000 000 0000
 00000000 00000000 0000000 (0.)-00 0000000 000000 00 000 00 0000 00000 00000000
 000000

000000 00000 00000 00 00 00000000 00000000 00000 0000000000 (0.)-00 0000000
 00000000 0000 00000000 0000000000 (0.) 00000000000000 0000 0000 0000000000000, 0000
 00000 0000000 00000 00-0000 (0000000000 00000) 00000 0000 000000000000 000000 00000000
 00000000 000000000000 00 000000 0000 0000 0000000000 (0.) 00000000 00000000000 0000
 000000000000 0000 00000 00 00000 000000; 00000000 0000 00000 000000! 00000 0000 00000
 00000 0000, 0000000000 0000 00000000 00000000 0000, 0000 00000 0000 00 000000 0000 0000

၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ (၀.)-၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀, ၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ (၀.) ၀၀၀၀၀,
 “၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀” ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀, ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀
 ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀
 ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀:

قَالَ قَتَلْتُمْ أُمَّرَأَةً فِي صَرَءَ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
وَمَرْيَمُ ابْنْتِ أَحْمَرَ إِذِ امْتَنَعَتْ عَنْ هَيْكَلِكُم مَّعَ رَبِّكِ إِلْحَامًا لِلنَّبِيِّينَ بِالْبَيِّنَاتِ الْحَقِّيقَاتِ
وَوَهَبْنَا لِمَرْيَمَ إِدْرَاكَهُمَا وَاسْكَنْנוا فِي بُيُوتٍ أُخَرٍ (سورة القصص: ٢٥-٢٧)
 "فَقَاتِلْتَ امْرَأَةً فِي صَرَءَ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ"
 (القصص: ٢٥) وَمَرْيَمُ ابْنْتُ أَحْمَرَ إِذِ امْتَنَعَتْ عَنْ هَيْكَلِكُمْ مَعَ رَبِّكِ
 إِلْحَامًا لِلنَّبِيِّينَ بِالْبَيِّنَاتِ الْحَقِّيقَاتِ—بِأَنَّ الْإِلْحَامَ، الْمَوْحِيَّةَ (الْوَحْيَ الْمَوْحِيَّ؟)" (سورة القصص: ٢٦-٢٧)

[illegible][illegible]

1 মা হাজেরা মারে যাবে ইসমাইল (আ.) ও যাবে— কিন্তু আল্লাহর পবিত্রপুত্রা ছিল অন্যরকম।

2 ইসমাইল (আ.)-এর উদিলার মা হাজেরার উদিলার তৈরি হল মানুষ, স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল।

3 এই নবু জুরহম সোরা— বলা হয় মূল আরব, আরবে “আরিখা” (আরবদের বসতি) এখানেই।

4 ইসমাইল (আ.) আরবিতে বড় হলেন, নবী হলেন এবং তাঁর বংশধিকার হলো এখানেই।

5 মক্কার ইসমাইল (আ.)-এর উদিলার “আরবে আরিখা” স্থায়ীভাবে আবাস হয়ে উঠল।

6 ইসমাইল (আ.)-এর জন্মে ১৩ বছর পর, বিবি সারা গর্ভবতী! হলেন।

7 সেদিন ১০ জন ফেরেশতা মানুষের বেশে ইব্রাহিম (আ.)-এর বাড়িতে মেহমান হয়ে আসলেন।

8 ইব্রাহিম (আ.) দ্রুত একটি গো-বন্দ্য ভূনা করে মেহমানদের সামনে দিলেন, কিন্তু তারা খেলেন না।

9 ইব্রাহিম (আ.) ভয় পেয়ে বলেন; সেই মুগ্ন নিয়ম ছিল, ডাক্তাররা কানো ঘরের লণ বা খাবার খেল না।

10 জিবরাঈল (আ.) বললেন, “ভয় পাবেন না, আমরা আল্লাহর ফেরেশতা।”

11 ফেরেশতার জানালেন, ১০০ বছর পার হয়ে যাওয়া বুঝা সারার পরে আল্লাহ পুত্র সন্তান দেবেন।

12 لا تَلُفْتُ لِمَرْأَةٍ مِّنْ صَرَفٍ فَكُنْتُ وَهَّيَهَا وَقَالَتْ كَيْفَؤُكَ غَيِّمٌ “অনি রে মুগ্ন, বন্ধা (যাযাফ সরল হবে কিভাবে?)”

13 ফেরেশতারা বললেন, আপনার রং এভাবেই হয়সালা করছেন।

14 বিভ্রান্তে সারা (আ.) হাসলেন। এই “যুদ্ধক” (হাসি) থেকেই এই সন্তানের নাম রাখা হলো—ইসহাক।

15 ইসহাক (আ.) সিঁড়ির বেহরন (আল-বলিন) শহরে জনপ্রধান করলেন।

16 ইসমাইল (আ.) ও কাবা শরীফ
ইসমাইল (আ.) পিত্তা ইব্রাহিম (আ.)-এর সাথে মিলে পুনর্নিমাণ করলেন কাবা শরীফ—যা মুসলিম উম্মাহর কিবলা।

17 ইসহাক (আ.) ও বাইতুল মুকাদ্দাস
ইসহাক (আ.) তাঁর বংশধরদের মাধ্যমে আবার করলেন বাইতুল মুকাদ্দাস (মসজিদুল আকসা)—যা ছিল প্রাচীনতম কিবলা।

18 দুই সন্তান, দুই জনপদ, দুই কিবলা
১. ইসমাইল (আ.) — মক্কা
২. ইসহাক (আ.) — বাইতুল মুকাদ্দাস
৩. কাবা শরীফ — পর্যবর্তীতে আমাদের কিবলা
৪. মসজিদুল আকসা — প্রাচীনতম কিবলা
আল্লাহ তাঁর খলিলের দুই চোখের মণিকে দিয়ে দুই পবিত্র স্থানকে আবাদ করলেন।

19 ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল
এই দুই মহান ভাইকে কেন্দ্র করেই ইসলামের পর্যবর্তী ইতিহাসের মোড় ঘুরে যায়।

[illegible]

00000000, 000000 0 0000000000 000000 000000000 (0.)-00 00000000 000000 00000
 000000 (00000000 000000)-00 00000000 00000000 0000 00000 000000 000000 (0.)-00
 000000 000000 00000000 (0.), 000000 (0.), 00000 (0.) 0000 0000000000 (0.)0 00 00000000
 000000 0000 00000000 000000000000 00 000000000 000000 0000 (00000000 000000)-0 00
 00000000 000000 0000 0000 000000 00000000

আমাদের আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহর সন্তানদের মতোই ভালবাসেন এবং আমাদের সকলকে আল্লাহর সন্তানদের মতোই ভালবাসেন।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

আমাদের আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহর সন্তানদের মতোই ভালবাসেন এবং আমাদের সকলকে আল্লাহর সন্তানদের মতোই ভালবাসেন।

আমাদের আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহর সন্তানদের মতোই ভালবাসেন এবং আমাদের সকলকে আল্লাহর সন্তানদের মতোই ভালবাসেন।

1 কাবা ঘর নির্মাণের মহান কাজ

ইব্রাহিম (আ.) এবং ইসমাইল (আ.) দুই বাবা-ছেলে মিলে আল্লাহর নির্দেশে কাবা ঘর পুনর্নির্মাণ করেন।

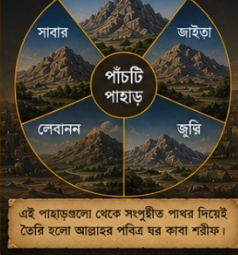


2 পাঁচটি পাহাড় থেকে পাথর সংগ্রহ তারা কাবা ঘরের জন্য পাঁচটি মহান পাহাড় থেকে পাথর সংগ্রহ করেন।

হেরা
সাবার
জাইতা
জুরি
লেবানন

পাঁচটি পাহাড়

এই পাহাড়গুলো থেকে সংগৃহীত পাথর দিয়েই তৈরি হলো আল্লাহর পবিত্র ঘর কাবা শরীফ।



3 কাবা ঘরের পুনর্নির্মাণ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"স্মরণ করো, যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল কাবাবর ভিত্তি স্থাপন করছিল, তখন তারা বলছিল— হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে এটি কবুল করুন; নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন।"

(সূরা আল-বাকরাহ, ২:১২৭)



4 মক্কা – ইসমাইল (আ.)-এর ঘারা

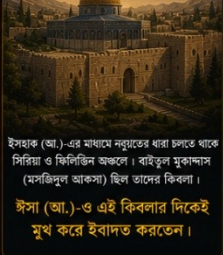
ইসমাইল (আ.)-এর উসিলায় মক্কা পবিত্র হলো, এবং এটি আমাদের নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর উল্লেখের কিবলা হিসেবে নির্ধারিত হলো।



5 সিরিয়া ও ফিলিস্তিন – ইসহাক (আ.)-এর ঘারা

ইসহাক (আ.)-এর মাধ্যমে নবুতের ধারা চলতে থাকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চলে। বাইতুল মুকাদ্দাস (মসজিদুল আকসা) ছিল তাদের কিবলা।

ঈসা (আ.)-ও এই কিবলার দিকেই মুখ করে ইবাদত করতেন।



6 ইসহাক (আ.)-এর বংশধারা

এই বংশ থেকেই আগমন ঘটে মহান নবীদের:

ইসহাক (আ.) ইয়াকুব (আ.) ইউসুফ (আ.) মুসা (আ.) সুলাইমান (আ.)

এই বংশের কিবলা: বাইতুল মুকাদ্দাস (মসজিদুল আকসা)



দুই ভাই, দুই জনপদ, দুই কিবলা

ইসমাইল (আ.) ইসহাক (আ.)

মক্কা বাইতুল মুকাদ্দাস (মসজিদুল আকসা)

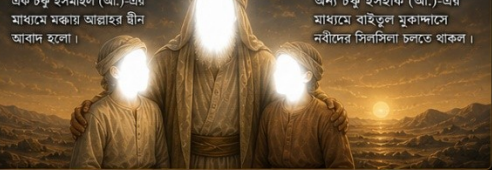
কাবা শরীফ আমাদের কিবলা প্রাচীন কিবলা



7 ইব্রাহিম (আ.)-এর দুই চক্ষু

এক চক্ষু ইসমাইল (আ.)-এর মাধ্যমে মক্কায় আল্লাহর ঘর আবাদ হলো।

অন্য চক্ষু ইসহাক (আ.)-এর মাধ্যমে বাইতুল মুকাদ্দাসে নবীদের সিলসিলা চলতে থাকল।



8 দুই বংশধর, এক উদ্দেশ্য

এক ভাই থেকে এসেছে আরবের শ্রেষ্ঠ সন্তান

অন্য ভাই থেকে এসেছে বনী ইসরাঈলের হাজারো নবী

قَبِيْمٌ

(সাদ্ধালাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম)

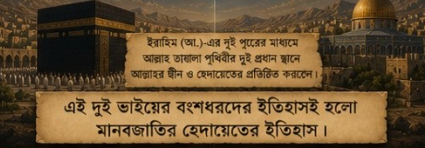
আল্লাহর বাণী, হেলায়েত ও নবুতের ধারা দুই দিকেই বিস্তৃত হলো।



9 আল্লাহর পরিকল্পনার অপূর্ব নিদর্শন

ইব্রাহিম (আ.)-এর দুই পুত্রের মাধ্যমে আল্লাহ তাহাল পৃথিবীর দুই প্রান্তে স্থানে আল্লাহর ঘর ও হেলায়েতের প্রতিষ্ঠা করলেন।

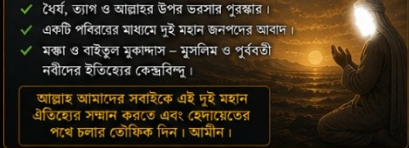
এই দুই ভাইয়ের বংশধরদের ইতিহাসই হলো মানবজাতির হেলায়েতের ইতিহাস।



10 চিরস্থায়ী শিক্ষা

- ✓ আল্লাহর হুকুম পূর্ণ আত্মা ও আগুপতা।
- ✓ ধৈর্য, ত্যাগ ও আল্লাহর উপর ভরসার পুরস্কার।
- ✓ একটি পরিবারের মাধ্যমে দুই মহান জনপদের আবাদ।
- ✓ মক্কা ও বাইতুল মুকাদ্দাস – মুসলিম ও পূর্ববর্তী নবীদের ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই দুই মহান ঐতিহ্যের সম্মান করতে এবং হেলায়েতের পথে চলার তৌফিক দিন। আমীন।



ইব্রাহিম (আ.) ও ইসমাইল (আ.)-এর উসিলায় মক্কা আবাদ হলো, ইব্রাহিম (আ.) ও ইসহাক (আ.)-এর উসিলায় বাইতুল মুকাদ্দাস আবাদ হলো।

আমাদের আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহর সন্তানদের মতোই ভালবাসেন এবং আমাদের সকলকে আল্লাহর সন্তানদের মতোই ভালবাসেন।

በመጀመሪያው ወርሃው, በሙሉ ሁሉ በመጀመሪያ ወርሃው በሙሉ በመጀመሪያው, በሙሉ ወርሃው ሁሉ በሙሉ (በሙሉ)-
በሙሉ ወርሃው በሙሉ ወርሃው በሙሉ ወርሃው, በሙሉ ወርሃው በሙሉ ወርሃው, በሙሉ ወርሃው በሙሉ
በሙሉ ወርሃው በሙሉ ወርሃው በሙሉ ወርሃው በሙሉ ወርሃው በሙሉ ወርሃው በሙሉ ወርሃው በሙሉ ወርሃው
(በሙሉ ወርሃው በሙሉ)።

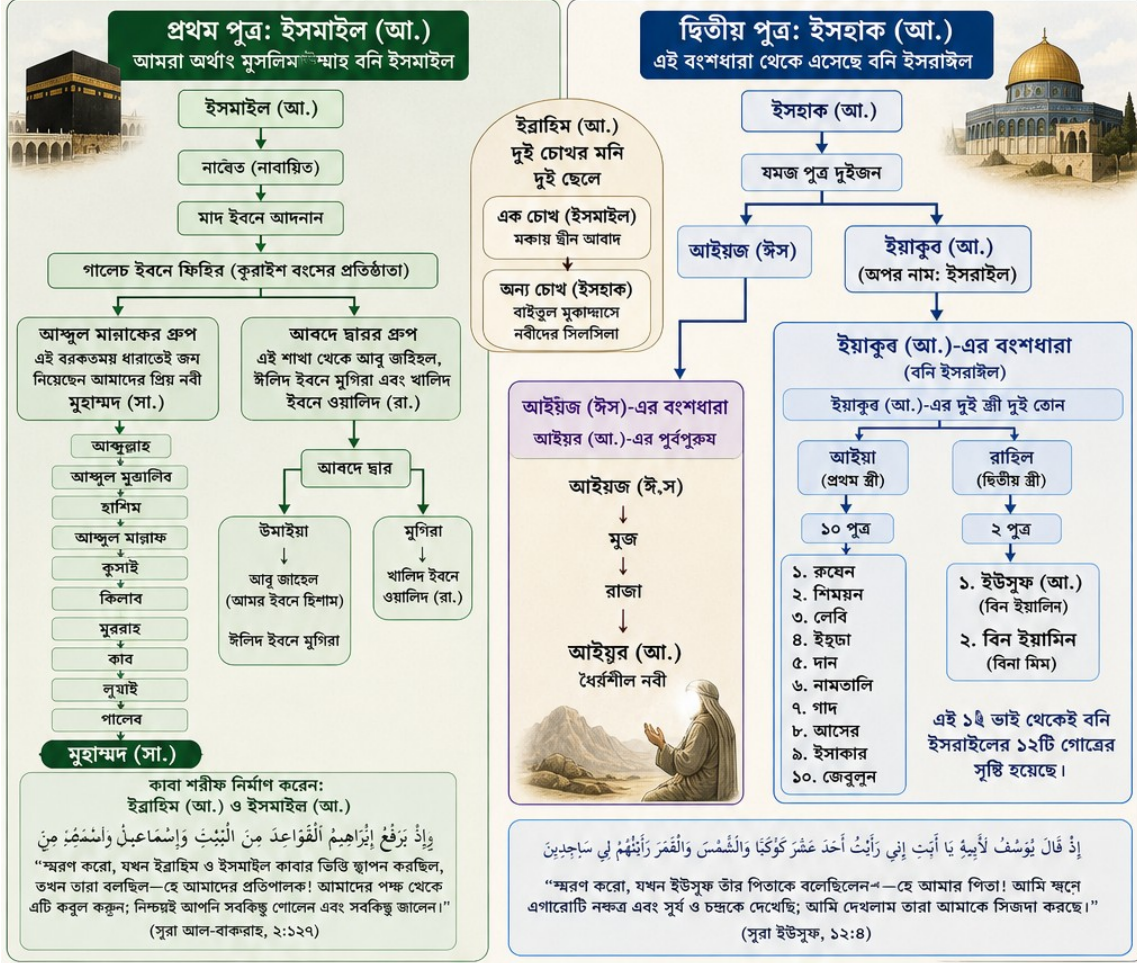
በጣም በጣም (በጣም በጣም) - በጣም በጣም በጣም - በጣም በጣም (በጣም በጣም በጣም 'በጣም' በጣም በጣም) በጣም በጣም በጣም

- **ပထမဆုံး (၁.)-ဆင့် အဆင့်:** ပထမဆုံး အဆင့်အား 'ပထမဆုံး အဆင့်' အဖြစ် အသုံးပြုပြီး ပထမဆုံး အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့် (၁.), ပထမဆုံး (၁.), ပထမဆုံး (၁.) နှင့် ပထမဆုံး (၁.) အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား
- **ပထမဆုံး (၂.)-ဆင့် အဆင့်:** ပထမဆုံး အဆင့်အား, ပထမဆုံး အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား (ပထမဆုံး အဆင့်အား)-ဆင့် အဆင့်အားပထမဆုံး အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား— ပထမဆုံး အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား (၁.) ပထမဆုံး အဆင့်အား ပထမဆုံးအဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား (၁.)-ဆင့် အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား ပထမဆုံး အဆင့်အား

[illegible]

দুই ভাই, দুই বংশধারা, দুই কিবলা এবং নবীদের ধারাবাহিক ইতিহাস

ইব্রাহিম (আ.)-এর দুই পুত্র থেকে মানবজাতির হেদায়েতের ইতিহাস



0000000 000000000 0000 00000000 00000; 0000 (0.) 00 000000000 (0.) 0000000
 000 000000000 00000 000000000 000 000000000 00000 000 00000? 000000000
 000, 00000 (0.)-00 000 00000 00 00000 00 00 00 000 000000 000000 000000 000000
 0000000 000000000 00000 000 0000 0000000 00000000 0000 00000000 0000000
 000000 00—0000000 000 00 000000 00000 0000000 000000 00000 000-0000000 000
 000000 000 00 0000, 00000 0000 0000000

[illegible][illegible][illegible]

000000 000 0000 000000000 (00000000000000 000000 000000000000) 00000
 000000 0000000 00000000000 0000, 000000 00000000 00 00 00000 0000 0000000000
 0000 00000— "000 0000000000! 00 0000 00 00000000 00 0000 0000 0000000
 00000000 00000?" 0000000000000 0000 000 000— "00 00, 0000 00 000 0000 000
 0000 000" 000 00000 0000 0000 0000 00, 0000000 0000000000000 000 00 00000
 000000 (00 000000) 00000 000000 00000000 00000000

000 00 0000 00000 00000— "00000 00000 000000 0000 000, 000 000
000000000 000000 0000" 000000 00 0000000 0000 0000 000000 0000 0000 000000

00000000 0000 0000 00000000-00000000 000000 00000000 0000 0000 0000 0000
000000 000000 000 0000 00 000000 00000 000:

- [illegible]

[illegible][illegible]

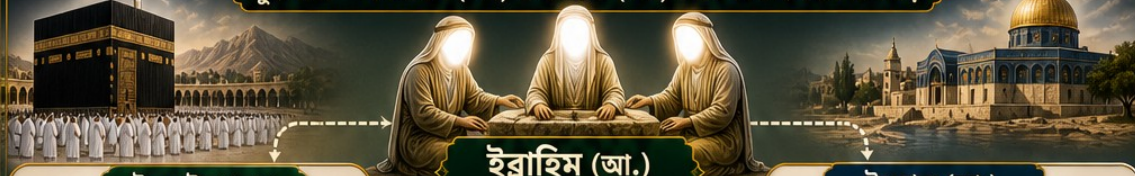
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ !



ইব্রাহিম (আ.)-এর বংশধারা ও নবীদের সিলসিলা



দুই ধারা – ইসমাইল (আ.) ও ইসহাক (আ.) থেকে বিশ্ব ইতিহাসের মোড়



ইসমাইল (আ.)

আব্রাহাম দুইয়ার প্রাপ্ত

- মক্কা – আরবে আরিবা
- কাবা শরীফের নির্মাতা
- আরব জাতির জনক
- এই ধারার শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)



আব্দুল মান্নানফের প্রপ

(বরকতব্রত ধারা)

এই বরকতব্রত ধারাতেই জনমহেন আমাদের প্রিয় নবী

আব্দুল মাদ্বারের প্রপ

(বীর যোদ্ধা প্রথা)

আবু জাইহল

ওলিদ ইবনে মুগিরা

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)

প্রখ্যাত বীর সেনাপতি

মুহাম্মদ (সা.)

আব্রাহাম শেষ নবী

ইব্রাহিম (আ.)

আব্রাহামের খলিল

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“মরশন করো, যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল কাবার ভিত্তি স্থাপন করছিল, তখন তারা বলেছিল— হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে তা কবুল করুন; নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন। (সূরা আল-বাকারাহ, ২:১২৭)

সমস্যাটা কোথায়?

ইসহাক (আ.)-এর বংশ থেকে একের পর এক নবী আসলেন, আর মক্কায় দীর্ঘকাল কোনো নবী পাঠানো হলো না!

আব্রাহাম তায়লা বলল (সূরা ইয়াসীন, ৩৬:৬)

إِنَّا بَعَثْنَا عَلَى لَمَّ غَفْلٍ لَمْ يَذَرُوا فَهُمْ غَافِلُونَ

“নিশ্চয়ই আমি এমন এক জাতির উপদ্র (এই কুরআন) পাঠিয়েছি, যাদেরকে পূর্বে কোনো সতর্কবার্তা দেওয়া হয়নি, তাই তারা গাফেল।”

কেন আরবে শেষ নবী?

তরকারী যদি আধা সেদ্ধ হয়, যতই জ্বালাই নে না কেন, সহজে সেদ্ধ হয় না। তাদের মধ্যে কিছুটা ঈমান বা কিতাবের জান ছিল (যেমন ইহুদি-সিন্ধোন), তাদের বোখানো করত। কিন্তু যারা গাফেল ছিল, তাদের মধ্যে যখন হেদায়াত দেওয়া হয়, তখন তারা সহজেই পাকা মুসলিম হয়ে যায়। এই কারণেই আব্রাহাম আরবে ‘পাকা কাফের’দের মত থেকে ‘পাকা মুসলমান’ বের করে আনলেন।

ইসহাক (আ.)

জেরিক প্রাপ্ত

- সিরিয়া – ফিলিস্তিন
- বাইতুল মুকাদ্দাসের ধারা সূচনা
- এখান থেকে হাজার হাজার নবীর আগমন

ইসহাক (আ.)-এর বংশধারা (নবীদের ধারাবাহিকতা)

1 ইয়াকুব (আ.) (ইসরাইল)	11 আল-ইয়াসা (আ.)
2 ইউসুফ (আ.)	12 সামুয়ীল (আ.)
3 আইয়ুব (আ.)	13 দাউদ (আ.)
4 শোয়াইব (আ.)	14 সোলায়মান (আ.)
5 মুসা (আ.)	15 জাকারিয়া (আ.)
6 হারুন (আ.)	16 ইয়াহইয়া (আ.)
7 ইউশা বিন নুন (আ.)	17 আল-ইয়াসা (আ.)
8 কালিক বিন ইউফার	18 (পুনরায়) ইসা হিসেবে ধারাবাহিকতা
9 হিসকিল (আ.)	19 ইসা (আ.)
10 হুদ (আ.)	20 (আলাইহিস সালাম)

এই ধারার শেষ নবী ইসা (আ.)

ইসা (আ.)-এর পর...

ইসা (আ.) যখন আকাশে উঠে গেলে, নবী ইসরাইলরা আশা করে বসে ছিল যে শেষ নবীও তাদের বংশ থেকেই আসবেন। কিন্তু আব্রাহাম নবুতের মেজু যুরিয়ে নিলেন ইসমাইল (আ.) এর বংশের দিকে, এবং শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) আসলেন। তারা জেহেও তাঁকে অস্বীকার করলো— এটাই ইতিহাসের মূল সমস্যা।

ইয়াকুব (আ.)-এর ১২ পুত্র – ১২ গোত্র (বনী ইসরাইল)

ইয়াকুব (আ.)-এর দুই স্ত্রী দুই বোন: লাইয়া ও রাখিল

লাইয়ার গর্ভে ১০ পুত্র

- ১ রুবেন
- ২ শিমিয়ন
- ৩ লেবি
- ৪ ইয়ুদা
- ৫ দান
- ৬ নফতালি
- ৭ গাদ
- ৮ আশের
- ৯ ইসাকার
- ১০ জেব্রুদন

রাখিলের গর্ভে ২ পুত্র

- ১ ইউসুফ (আ.) (দুঃখের প্রতিপক্ষ) গিতার প্রিয় গুহ
- ২ বিন ইয়ামিন (বিনা মিম) (মায়ের ইচ্ছাকালেন ‘মুতি’) ডুমিট হওয়ার সময় মা মারা যান

সূরা ইউসুফ, ১২:৪

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَخِيهِ يَا أَبَتِ ابْنِي زَانِثٌ أَحَدٌ عَشَرَ كُوكِبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

“মরশন করো, যখন ইউসুফ তাঁর শিতাকে বলেছিলেন— হে আমার পিতা! আমি স্বপ্নে এগারোটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি; আমি দেখলাম তারা আমাকে সিজনা রকছে।”

ইহুদি আলেদের ঘটনা (মক্কায় নবীজনের সময়)

ভাওয়াতে শেষ নবীর আলামত ছিল:

- নাম: আহমদ, মুহাম্মদ
- দুই কাঁধের মাঝে “মোহরে নবুওভাত”
- ছদ্মক খাবেন না, হানিয়া গ্রহণ করবেন
- বেজুগুয়ালা শহর মদিনায় হিজরত করবেন

তিনি যখন নবী (সা.)-এর মোহর দেখলেন, তিনি রোঁদে উঠলেন: “আজ আমাদের কপাল পুড়ে গেছে। শেষ নবী আমাদের বংশ থেকে নয়, বরী ইসমাইল থেকে এসেছেন!”

নবীদের ধারাবাহিক সময়রেখা (সংক্ষিপ্ত)



কেন আরবে শেষ নবী?

- ওরা ছিল গাফেল, কোনো হেদায়েত ছিল না। আব্রাহাম তাদের মাঝে হেদায়েত দান করলে তারা পাকা মুসলিম হলো।
- আব্রাহামের হিকমত – যেখানে কিতাব আছে, সেখানে অহংকার ও প্রতিদ্বন্দ্বি বেশি।

سُبْحَانَ اللَّهِ

سُورَةُ الْحَجِّ

দুই ধারা, এক দাওয়াত – তাওহীদের দাওয়াত

দুই কিবলা, এক উদ্দেশ্য

কাবা শরীফ

বনী ইসমাইলের কিবলা

বাইতুল মুকাদ্দাস (আকসা)

বনী ইসরাইলের প্রথম কিবলা

আব্রাহামের রাসূল (সা.) বলেছেন: “নবীরা সবাই ভাই ভাই, তাদের মা আলামা, কিতাব এক।” (সহিহ বুখারী)

0000000000 000: 00000000 000000 000 0000 00000000 0000 000000 000000 00000 00000
 0000000000 000 00000000 00 000000 00000000 000000 00000 '0000000' 00 '0000000'
 000000 000 000000 00000 00000 000000000 000 00000 00000000 0000 000000 000000000
 000 000000 000000000 000000 00000 000000 000 00, 000000 00000 000000000 000 00—
 00000 00000 00000000 000000 00000 00 000000000 000 00000000 000000 000000000
 000000000000 000

0000 000000 00000, 0000000000 00 0000000000 00 00 0000000 00 00000, 000
 0000 0000 000000 0000000000 00000, 0000000000 000000 00000000 0000 00
 000-0000 00000000 000000 000, 000 000000 0000 000000 000000 0000000000 00
 00000000 00000000 000 000 0000000 00 000000 000 000 000 0000000000 00000000,
 0000 0000000 000 00000—00000 000000000000 0000 000000 00000000 00000000
 0000000 0000 0000000 000 00000 00000 0000000 00000000 0000 0000000 00000000
 000000 00 0000000 00000 00 00000 000000 000 00000000? 000000 000000, "00 000000
 00000 000 0000000" 00000 00000 00 000000 000000000 0000000000 00000—"00000 000
 000000000 00 000, 000000 000 00000000 000000 00000"

[illegible]

000 0000000 00000, "0000 00000000000! 000 000000 0000 00, 000 000000
 000000, 000 00000 000000000 000 0000 000 000000 0000 000000000000.
 000000000 000 000 00000000 0000 0000000 0000 0000 0000 000000, 000 000000
 0000000 000000 000000000000! 00 0000000 0000 0000 000 0000 00000000 000
 0000 0000000 000000000 00000—000 0000 0000 00000000 000000, 00 000000 00
 000 0000? 000 0000 0000000 000 000 00000 00000 000000 00000000 0000 0000
 00 000000—'0000 000000 0000000 0000 00000 0000? 0000000 000000 000000
 0000000 000? 0000000 0000 0000 0000 0000000!' 0000000 000000 00 0000000
 0000000, 000 000 0000 0000 000 000000 000 000 0000 000 0000 00000000 000
 000 000 000, 0000000 0000 0000 000 0000000000 000 0000000000
 000000000000!"

কেন মক্কার গাফেল জাতির মধ্যে শেষ নবী পাঠানো হলো?

যাদের মধ্যে কোনো কিতাব, কোনো হেদায়েত ছিল না, তারা যখন হেদায়েত পেল, তখন তারা পাক মুসলমান হয়ে পেল।
অল্প জ্ঞানালোক থাকলে মানুষ অহংকার করে, মানে না; কিন্তু পূর্ণ অজ্ঞতার মধ্যে নূর এলে তা সহজে গ্রহণ করে।



শিক্ষণীয় দিক

- আল্লাহর পছন্দ কোনো বিশেষ বংশের কেনা সম্পত্তি নয়।
- ইহুদিরা সব আলামত মেলতে পেরেও শুধু অহংকার ও হিংসার কারণে শেষ নবীকে মেনে নিতে পারেনি।
- আল্লাহর নূর যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বিচ্ছুরিত হয়।

সাকিয়া (রা.)-এর ঘটনা – এক ঐতিহাসিক শিক্ষা

1 খায়বারের যুদ্ধে ইহুদিরা পরাজিত হলো। বহু লোক বন্দি হলো, তাদের মধ্যে ছিলেন সাকিয়া (রা.) তাঁর স্বামী কেনানা এবং পিতা আবু হুতায়াকও বন্দি হন।	2 স্বামী কেনানা নিহত হলেন, সাকিয়া (রা.) দাসী হিসেবে রাসূল (সা.)-এর হায়ে পড়লেন। রাসূল (সা.) তাঁকে মুক্ত করে বললেন, “যা, তোমাকে আজ্ঞা করলাম।”	3 রাসূল (সা.) বললেন, “তুমি যদি বিবাহের মত করো, তাহলে আমি তোমাকে বিবাহ করব।” সাকিয়া (রা.) রাজি হলেন।	4 ইহুদিরা শেষ হলে এক রাতে রাসূল (সা.) তাঁর সাথে সমাগম করলেন। সকালে সেখান থেকে তাঁর গালে একটুকি খালো।	5 রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, “সাকিয়া, তোমার গালে এই দাগটা কিদেখ?” সাকিয়া (রা.) সব ঘটনা বিবাহিত বললেন।	6 রাসূল (সা.) শুনে বললেন, “সুবহানাল্লাহ!” এভাবে সাকিয়া (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং মহানবীর এক সম্মানিত স্ত্রী হলেন।
---	--	--	--	--	--

সাকিয়া (রা.) বললেন: “আমি স্বপ্নে দেখি আকাশের চাঁদ আমার কোলে পড়েছে, আমি চাঁদকে আলিঙ্গন করেছি। তখন আমার স্বামী কেনানাকে বললাম— আমি এরকম একটা স্বপ্ন দেখেছি, এর অর্থটা কী হতে পারে? তখন আমার স্বামী রাগ করে গালের মধ্যে সজোরে থাপড় দেয়ে দেয়। সে বলেছিল— “তুমি মদিনার বাদশার সাথে বিয়ে বসব? মদিনার বাদশা তোমার স্বামী হবে? আকাশের চাঁদ তুমি কোলে নিয়েছো!” কেনানা আমাকে যে থাপড় মেরেছে, সেই লাগ আমার গালে রয়ে গেছে।”

এই ঘটনা প্রমাণ করে

- আল্লাহর পরিজ্ঞানা অনুশ্য হলো তা নিশ্চিত;
- নবী (সা.)-এর আপমনের পূর্বজ্ঞাস কিতাবে ছিল;
- অহংকার মানববংশের কারণ, আর ইমান মুক্তির পথ।

একজন বংশ থেকে নবীদের ধারা অব্যাহত থাকলেও, শেষ নবী এলেন সেই বংশে
যাদের কাছে কোনো কিতাব, কোনো হেদায়েত পৌঁছায়নি – মক্কার গাফেল জাতিতে।
এটাই আল্লাহর কুদরত, এটাই তাঁর অনুগ্রহ!

আল্লাহর পছন্দ কোনো বিশেষ বংশের কেনা সম্পত্তি নয়। ইহুদিরা সব আলামত মেলতে পেরেও শুধু অহংকার ও হিংসার কারণে শেষ নবীকে মেনে নিতে পারেনি। আল্লাহর নূর যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বিচ্ছুরিত হয়।

সাকিয়া (রা.) বললেন: “আমি স্বপ্নে দেখি আকাশের চাঁদ আমার কোলে পড়েছে, আমি চাঁদকে আলিঙ্গন করেছি। তখন আমার স্বামী কেনানাকে বললাম— আমি এরকম একটা স্বপ্ন দেখেছি, এর অর্থটা কী হতে পারে? তখন আমার স্বামী রাগ করে গালের মধ্যে সজোরে থাপড় দেয়ে দেয়। সে বলেছিল— “তুমি মদিনার বাদশার সাথে বিয়ে বসব? মদিনার বাদশা তোমার স্বামী হবে? আকাশের চাঁদ তুমি কোলে নিয়েছো!” কেনানা আমাকে যে থাপড় মেরেছে, সেই লাগ আমার গালে রয়ে গেছে।”

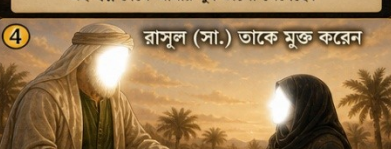
এই ঘটনা প্রমাণ করে আল্লাহর পরিজ্ঞানা অনুশ্য হলো তা নিশ্চিত; নবী (সা.)-এর আপমনের পূর্বজ্ঞাস কিতাবে ছিল; অহংকার মানববংশের কারণ, আর ইমান মুক্তির পথ।

—এই ঘটনাটি আমাদের কাছে আসছে এমন এক রাসুলের সুসংবাদ দিয়ে, যার নাম হবে ‘আহমাদ’। তিনি এলে তোমরা তার উপর ঈমান আনবে। আর যারা তাকে অধীকার করবে, তারা আমাকে অধীকার করবে। আমি আকাশ থেকে আবার নেমে আসবো এবং যারা তাকে অধীকার করবে তাদের বিকছে লাড়াই ক’এবো ও তাদেরকে পরাজিত করবো।

এই ঘটনাটি আমাদের কাছে আসছে এমন এক রাসুলের সুসংবাদ দিয়ে, যার নাম হবে ‘আহমাদ’। তিনি এলে তোমরা তার উপর ঈমান আনবে। আর যারা তাকে অধীকার করবে, তারা আমাকে অধীকার করবে। আমি আকাশ থেকে আবার নেমে আসবো এবং যারা তাকে অধীকার করবে তাদের বিকছে লাড়াই ক’এবো ও তাদেরকে পরাজিত করবো।

এই ঘটনাটি আমাদের কাছে আসছে এমন এক রাসুলের সুসংবাদ দিয়ে, যার নাম হবে ‘আহমাদ’। তিনি এলে তোমরা তার উপর ঈমান আনবে। আর যারা তাকে অধীকার করবে, তারা আমাকে অধীকার করবে। আমি আকাশ থেকে আবার নেমে আসবো এবং যারা তাকে অধীকার করবে তাদের বিকছে লাড়াই ক’এবো ও তাদেরকে পরাজিত করবো।

সাফিয়া (রা.)-এর ঘটনা: স্বপ্ন, দাগ এবং মুক্তি

1 সাফিয়ার স্বপ্ন  সাফিয়া বলে, আমি স্বপ্নে দেখি আকাশের চাঁদ আমার কোলে পড়েছে, আমি চাঁদকে আলিঙ্গন করেছি। এই স্বপ্ন দেখে আমার খুব ভাবো লেগেছে।	2 স্বামীর রাগ ও আঘাত  সাফিয়া তার স্বামী কেন্দানাকে স্বপ্নের কথা বললে সে রাগ করে গালে সজোরে খাপুড়ু মারে এবং বলে, “তুমি মদিনার বাদশার সাথে বিয়ে বসবা?” এই খাপুড়ুর দাগ তার গালে রয়ে যায়।	3 মুসলিমদের হাতে বন্দি  খায়বারের যুদ্ধে সাফিয়া (রা.), তার স্বামী কেন্দানা ও তাদের পরিবার মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়।
4 রাসূল (সা.) তাকে মুক্ত করেন  রাসূলুল্লাহ (সা.) সাফিয়াকে দেখে বলেন, “যা, তোমাকে আজাদ করে দিলাম।”	5 বিবাহের প্রস্তাব  মুক্ত করার পর রাসূল (সা.) বলেন, “তুমি যদি বিবাহের মত করো, তাহলে আমি তোমাকে বিবাহ করব।” সাফিয়া রাজি হয়ে পেলেন।	6 স্বপ্নের সত্যতা  ইজেরের পূর্ণ হওয়ার পর রাসূল (সা.) তার সাথে আবার যাপন করেন। সকালে তার গালে দাগ দেখে রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলে সাফিয়া স্বপ্নের ঘটনা খুলে বলেন এবং বলেন, “আল্লাহ আমার সাথে সেই ব্যবস্থাই করেছেন।”

ইছদীদের মদিনায় বসবাসের কারণ

ইছদীরা তামুরাত ও ইজিল থেকে জানত যে, শেষ নবী হবেন ‘আহমাদ’ (মুহাম্মদ)। তার আলামতগুলো ছিল:

- ✓ নাম হবে আহমদ ও মুহাম্মদ।
- ✓ দুই কাঁধের মাঝে মোহরে নবুয়ত থাকবে।
- ✓ সন্দকা খাবেন না, হাদিয়া গ্রহণ করবেন।
- ✓ খেজুর পাছওয়াল শহরে হিজরত করবেন।

তারা যুদ্ধল মদিনায় সেই শহর— কারণ মদিনা খেজুর বাগান সমৃদ্ধ। তাই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইছদি আলেমরা মদিনায় এসে বসবাস করতে লাগল, যাতে শেষ নবীকে চিনতে পারে।

কেন তারা নবীকে মানলো না?

তারা সব আলামত মিলিয়ে দেখল, সব সত্যি প্রমাণিত হলো। কিন্তু একটাই কারণ— এই নবী বনী ইসরাইলের নয়, তিনি বনী ইসমাইলের (আরব)।

বংশগত অহংকার, হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে তারা শেষ নবীকে মেনে নিল না।

ঈসা (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

ঈসা (আ.) বলেছেন: আমি তোমাদের কাছে আসছি এমন এক রাসুলের সুসংবাদ দিয়ে, যার নাম হবে ‘আহমাদ’। তিনি এলে তোমরা তার উপর ঈমান আনবে। আর যারা তাকে অধীকার করবে, তারা আমাকে অধীকার করবে। আমি আকাশ থেকে আবার নেমে আসবো এবং যারা তাকে অধীকার করবে তাদের বিকছে লাড়াই ক’এবো ও তাদেরকে পরাজিত করবো।

শিক্ষণীয় দিক: আল্লাহর পছন্দ এবং তাঁর হুদায়েত কোনো বিশেষ বংশের কেন্দ্র সম্পত্তি নয়। আল্লাহর নূর যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বিচ্ছুরিত হয়।

সাফিয়া (রা.) – এক হৃদয়স্পর্শী ঘটনা

আমি আমার পরিবারের কাছে এত আদরের ছিলাম, বাপ-চাচার বাড়ি এলে দৌড়ে গিয়ে যার সামনে পড়তাম সে আমাকে কোলে নিত।

কিন্তু একদিন এমন হলো— আমি টের পেয়েছি, বাপ আসছে, চাচা আসছে... কিন্তু কেউ আমাকে কোল নিল না, আদর করল না। সেদিন মনে খুব কষ্ট পেয়েছি।

সেদিনটি কোন দিন?

সেদিন, যেদিন আল্লাহর রাসূল (সা.) মদিনায় হিজরত করেছেন।

তারা নবীকে চিনছিল, কিন্তু শুধু বংশীয় অহংকারে তাকে মেনে নেয়নি।

সাফিয়া (রা.) বলেন—

"আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম আকাশের চাঁদ আমার কোলে পড়েছে, আমি চাঁদকে আলিঙ্গন করেছি। এ কথা স্বামীকে বললে সে রেগে গিয়ে আমাকে চড় মারে। সেই দাপ আজও রয়ে গেছে। আজ বুখলাম, আল্লাহ সেই স্বপ্নই পূরণ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!"

মূল সমস্যা কোথায়?

- হাজার হাজার নবী বনি ইসরাইল থেকে এসেছে।
- সবার আশা ছিল শেষ নবীও তাদের বংশ থেকে আসবেন।
- কিন্তু শেষ নবী এলেন বনি ইসমাইল থেকে।
- সত্য জানার পরও তারা অস্বীকার করল — কারণ "অহংকার" ও "হিসা"।

ইসা (আ.)-এর সুসংবাদ

مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
(সূরা আন-সক, ৬১:০)

"আমি তাদের কাছে এক রাসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি, যা আগনার পরের আসবেন, তার নাম হবে আহমদ।"

ইসা (আ.) বদলে — তিনি আবার ফিরে আসবেন এবং দেখবেন মানুষ কি সেই নবীর উপর ঈমান এনেছে কিনা। যারা ঈমান আনবে না, তাদের বিকল্পে তিনি লড়াই করবেন এবং তারা পরাজিত হবে।

শিক্ষণীয় দিক

আল্লাহর পছন্দ কোন বিশেষ বংশের কেনা সম্পত্তি নয়।

সত্য গ্রহণ নির্ভর করে হৃদয়ের ভগ্ন, বংশের প্রাপ্ত নয়।

অহংকার ও হিসা মানুষকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

আল্লাহর নূর যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বিচ্ছুরিত হয়।

ইসলাম এসেছে সকল মানুষের জন্য — বংশ, ভাষা, জাতি নির্বিশেষে।

সুবহানাল্লাহ

আলহামদুলিল্লাহ — এই ইতিহাস আমাদের জন্য হেদায়েতের আলো

আমি আমার পরিবারের কাছে এত আদরের ছিলাম, বাপ-চাচার বাড়ি এলে দৌড়ে গিয়ে যার সামনে পড়তাম সে আমাকে কোলে নিত।

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ "আমি তাদের কাছে এক রাসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি, যা আগনার পরের আসবেন, তার নাম হবে আহমদ।"

ইসা (আ.) বদলে — তিনি আবার ফিরে আসবেন এবং দেখবেন মানুষ কি সেই নবীর উপর ঈমান এনেছে কিনা। যারা ঈমান আনবে না, তাদের বিকল্পে তিনি লড়াই করবেন এবং তারা পরাজিত হবে।

ইসা (আ.) বদলে — তিনি আবার ফিরে আসবেন এবং দেখবেন মানুষ কি সেই নবীর উপর ঈমান এনেছে কিনা। যারা ঈমান আনবে না, তাদের বিকল্পে তিনি লড়াই করবেন এবং তারা পরাজিত হবে।

[illegible][illegible]

□□□□ ‘□□□□□□ □□□□’ □□□□ □□□□□□ □□-□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

00000000 000000 0 00000000 000000: 00000000 00000000 00000000 00000000—000000 0000 00 00 000000
 (000000 000000) 0000 0000, 0000 0000 00000000 0000 0000 0000000000 0000 0000 00000 00000 0000 0000
 00000 00 00000000 00000 0000000000 000000 000000 000000 00 000000000 000000 00000000 00000000 000000
 00 00000-0000000, 0000 00000000000 000000 0000 0000 0000 00000000000 00000, 00 0000000 0000 0000 00000
 0000000000000 0000000 000000 00 00000 0000 000000000 00000000000000 0000000 00000 00 00000000 00000
 00000 0000 0000000 00000 00000000 0000000 00000 0000 000000000 000000 00000 00000 00000



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

000000 000000— 0000000 000 00 00000000 00000000000 0000 0000 0000 000000 00000000 00000000 000000 00000000

আদম (আ.) থেকে মুহাম্মদ (সা.)

এক ইতিহাস, এক দাওয়াত, এক রব

সমস্ত নবী একই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন – আল্লাহর ইবাদত, তাওহীদের শিক্ষা

নবীদের ধারাবাহিকতা (সমগ্র মানবজাতির জন্য)



সব নবী এসেছেন মানুষের কাছ – তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে, শিরক ও তাগত থেকে মুক্ত করার জন্য

কেন শেষ নবী আরবের মধ্যে এলেন?

- ইসহাক (আ.)-এর বংশে বহু নবী এসেছেন, কিন্তু মক্কা অঞ্চলে দীর্ঘকাল কোনো নবী আসেননি।
- আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল – যাদের কোনো কিতাব নাই, কোনো হেন্সেয়েত ছিল না, তাদের মধ্যে থেকে পাকা মুসলিম তৈরি করা।
- অল্প জ্ঞান থাকলে মানুষ অহংকারী হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকলে হেন্সেয়েত সহজে গ্রহণ করে।

وَلَا تَمْنُرُون قَوْمًا مَّا أَنْذَرْتُمْهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ
(সূরা ইয়াসীন : ১৬:৬)

মক্কার ইহুদি আলেমের ঘটনা

- নবীজীর জন্মের দিন মক্কার এক বড় ইহুদি আলেম খোঁজ নিলেন – কোনো সন্তান জন্মেছে কি?
- তাওরাতে শেষ নবীর আলামত ছিল:
 - নাম হবে আহমদ / মুহাম্মদ
 - কাঁধের মাফে মোহরে নবুওয়াত
 - সদকা গ্রহণ করবেন না, হাদিয়া গ্রহণ করবেন
 - খোজুর বাগানের শহর মদিনায় হিজরত করবেন
- সব আলামত মিলিয়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন – “আজ আমাদের কপাল পুড়ে গেল, নবুওয়াতের মুকুট চলে গেল বনী ইসরাইল থেকে!”

ইহুদিদের পরিকল্পনা (মদিনা)

- তাওরাতে শেষ নবী “আহমদ” – এই খবর জানার পর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইহুদি আলেমরা মদিনায় এসে বসবাস শুরু করে।
- কারণ মদিনা ছিল খোজুর বাগানের শহর।
- তাদের ধারণা ছিল – শেষ নবী এখানেই হিজরত করবেন।
- নবীজী (সা.) হিজরত করার পরও তারা সত্য জেনেও তাঁকে মানলে না – কারণ তিনি বনী ইসমাইলের। এই বংশীয় অহংকার ও হিংসাই মূল সমস্যা।

সাকিয়া (রা.)-এর হুদয়ম্পর্শী ঘটনা

- সাকিয়া (রা.) বলেন – আমি আমার পরিবারের কাছে এত আদরের ছিলো, বাবা-চাচার ঝগড়তে এলে আমি দৌড় দেতাম, যে সামনে পড়তেন সে আমাকে কোলে নিত।
- কিন্তু একদিন আমি টের পেলাম – বাবা আসছেন, চাচা আসছেন, কিন্তু কেউ আমাকে আদর করলেন না, কোলে নিল না। সেদিন আমি খুব কষ্ট পেলাম।
- কেন সেই দিন?
- সেদিন ছিল – আল্লাহর রাসূল (সা.) মদিনায় হিজরত করেছেন।
- পরে তিনি বামি হলেন, স্বামী কেননা নিহত হলো। নবীজী (সা.) তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।
- একদিন নবীজী (সা.) তাঁর গালের লাগ দেখে জিজ্ঞাস করলেন – এটা কি? তিনি বললেন – আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম চাঁদ আমার কোলে পড়ছে। স্বামী রেগে গিয়ে আমাকে চড় দেয়তাই – “তুমি মদিনার বাসিন্দার সাথে গিয়ে বরখা!” এখন তুরানাম, আল্লাহ আমার সাথে সেই বাবরা করছেন। সুবহানালাহ!

হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন (কেয়ামতের আগে)

ঈসা (আ.) বলেছেন – আমি যে ‘আহমদ’ নামক নবীর সুসংবাদ দিয়ে যাবি, তিনি আসবেন। যে তাঁর ওপর ঈমান আনবে, সে আমার ওপর ঈমান আনবে। আর যে তাঁকে অস্বীকার করবে, সে আমাকে অস্বীকার করবে।

আমি আবার আসবো, দেখে নেব – কে মুমিন, কে কাফের।

আমি কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং ইনসাক কায়ম করব।

তিনি কোনো নতুন নবী হিসেবে নয়, বরং আমাদের নবী (সা.)-এর উম্মাত ও খাদেম হিসেবে আসবেন।

আসল সমস্যা কী?

- সংশয় অহংকার
- সত্য জেনেও অস্বীকার
- হিংসা ও বিদ্বেষ
- তাগুতের অনুসরণ

আজও সেই ছন্দ

- ইহুদি-খ্রিস্টানদের মূল পবিত্রগ্রন্থ – মুসলমানদের দুর্বল করা ও বিনাশ করা।
- তারা জানে – শেষ নবী এসেছে।
- তাই সবদিক দিয়ে বাধা দেয়, মারধর করে, পবিত্রগ্রন্থ করে, যাতে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে জিততে না পারে।
- তারা নিজেরা ধ্বংস হলেও এই লক্ষ্য থেকে সরে না।

সকলেই বলুন – নাউজুবিল্লাহ!

আমাদের করণীয়

- আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা
- নবী, সিদ্ধিক, শাহীদ ও আউলিয়াদের পথ অনুসরণ করা
- বিতোকে নয়, ঐক্য গড়া
- কোয়াম ও সুন্নাহর জ্ঞান বৃদ্ধি করা
- হেটখাটে বিষয় নিয়ে বিবাদ না করা
- আপুতকে অস্বীকার করা

ঈমানের শর্ত ও তাগতকে অস্বীকার

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا

অর্থ: যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সে এমন এক মজবুত রক্কু ধারণ করল যা কখনও ছিঁড়বে না।

(সূরা আল-বাকরাহ : ২৫৬)

আল্লাহর রক্কু বলতে পরিচিত আল-কারআনকে বোঝানো হয়েছে।

ক্ষুদ্র বিবাদ ও আল্লাহর ক্ষমা

আল্লাহ বলেছেন – বড় বড় গুনাহ (কবির গুনাহ) ছেড়ে দাও, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট গুনাহগুলো মাফ করে দেব। কিন্তু আমরা কেহখানি জান না থাকার কারণে, শয়তানের কুমন্ত্রণায় ছোট ছোট বিষয় নিয়ে খণ্ডা-বিবাদে জড়িয়ে পড়ি এবং নিজস্বের শক্তি নষ্ট করি। আমাদের উচিত – একে অপরকে ক্ষমা করা, তাই ভাই হয়ে থাকা এবং বড় লক্ষ্যকে মনে রাখা।



চূড়ান্ত সমাপ্তি

আদম (আ.) থেকে মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত
সব নবী এসেছেন এক দাওয়াত নিয়ে – তাওহীদ, আল্লাহর ইবাদত।

এক ইতিহাস

এক মানবজাতি

এক কিয়ামতের আল্লাহ

এক রব

এক পথ

এক পরিণতি

হেদায়েত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে – যোগ্যতা নয়, নিয়তই আসল।
যে সত্যকে গ্রহণ করে, সে-ই সফল।

সকলেই বলুন – সুবহানালাহ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ
الْإِسْلَامُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য
দ্বীন একটাই – ইসলাম
(সূরা আল ইমরান : ১৯)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

শেষ নবী ও রাসূল
মুহাম্মদ (সা.)
সমস্ত জিন ও মানুষের জন্য
রহমত হিসেবে প্রেরিত।